Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Poush 22, 1430 Bangla, January 06, 2024, Saturday, No. 06, 54th year

H I G H L I G H T S

AL GS Obaidul Quader says, free, fair and acceptable elections will be held on January 7 - adds, those who will try to foil voting will be resisted. (R. Today: 28)

Foreign Secretary Masud bin Momen says, govt. is determined to hold free, fair and peaceful election as per constitution - adds, some opposition parties are placing an unconstitutional one-point demand. (VOA: 19)

IGP C Abdullah Al Mamun says, law enforcement agencies have come to know the plan of saboteurs centering 12th JS poll - warns if any kind of sabotage is attempted, the consequences won't be good. (R. Today: 27, Jago FM: 30)

After a procession with sticks in Dhaka BNP leader Ruhul Kabir Rizvi says, govt. is using state machinery to hold one-sided election illegally, which won't be accepted by countrymen. (VOA: 17, R. Today: 27)

BNP leader Moin Khan says, govt. has not only put dummy candidates and parties but also dummy voters in elections which is a shame for Bangladesh. (R. Today: 27)

Workers party Chairman Rashed Khan Menon says, if there is no foreign interference, the new govt will survive for full term - CPB president Mujahidul Islam Salim says, no way it can be accepted as an election - Jamaat Nayeb-e-Amir Abdullah Mohammad Taher says, 7th Jan. poll is part of Indian design. (VOA: 6,7,8,11,12)

The Commonwealth asks whether there is any challenge to go to polling centers to cast vote- EC says, a huge number of members of law and order forces have been deployed in field to make the poll peaceful. (Jago FM: 30)

Amnesty International places a 10-point human rights proposal including ensuring freedom of expression and freedom of media for the political parties ahead of 12th JS poll on January 7. (VOA: 20)

Campaigning for 12th JS poll ends on Thursday amidst clashes - according to various media reports, at least 5 people have been killed so far in clashes that started after election schedule was announced. (Jago FM: 31)

At least 4 passengers have died after a train named Benapole Express was set on fire in capital's Gopibag area - miscreants set fire to five polling stations in Rajshahi and Feni. (VOA: 20, R. Today: 28)

Asia Network for Free Elections has expressed deep concern about the 12th JS poll of Bangladesh - they strongly believe that there is a lack of transparency and electoral competition in these elections. (R. Today: 30)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
পৌষ ২২, ১৪৩০ বাংলা, জানুয়ারি ০৬, ২০২৪, শনিবার, নং- ০৬, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ৭ জানুয়ারি অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেয়া হবে - ভোট দিতে কেউ বাধা দিলে তাদের প্রতিহত করা হবে। (রে. টুডে: ২৮)

পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন জানিয়েছেন, সরকার সংবিধান অনুযায়ী জনগণের অংশগ্রহণে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ - বলেন, কয়েকটি বিরোধী দল অসাংবিধানিক এক দফা দাবি করছে। (ভোয়া: ১৯)

৭ জানুয়ারির দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে নাশকতাকারীদের পরিকল্পনা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী জেনে গেছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন - নির্বাচনকে ঘিরে কোন ধরনের নাশকতার চেষ্টা করা হলে ফল ভালো হবে না বলে সতর্ক করেন তিনি। (রে. টুডে: ২৭, জাগো এফএম: ৩০)

ঢাকায় লাঠি নিয়ে মিছিল শেষে বিএনপি নেতা রুহুল কবীর রিজভী বলেন, সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে অবৈধভাবে একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করছে যা দেশের মানুষ মেনে নেবে না। (ভোয়া: ১৭, রে. টুডে: ২৭)

বিএনপি নেতা মঈন খান বলেছেন, সরকার শুধু ডামি প্রার্থী ও দল নয়, নির্বাচনে ডামি ভোটারও রেখেছেন যা বাংলাদেশের জন্য লজ্জাজনক। (রে. টুডে: ২৭)

ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেছেন, যদি বিদেশী কোন হস্তক্ষেপ না হয় তবে সরকার টিকে থাকবে পূর্ণমেয়াদ - কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেছেন, কোনভাবেই এটাকে নির্বাচন বলে মেনে নেয়া যায় না - জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, ৭ তারিখের নির্বাচন ভারতীয় ডিজাইনের অংশ। (ভোয়া: ৬,৭,৮,১১,১২)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে কোনো চ্যালেঞ্জ আছে কি না জানতে চেয়েছে কমনওয়েলথ - এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোট শান্তিপূর্ণ করতে মাঠে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য রয়েছেন। (জাগো এফএম: ৩০)
আগামী ৭ জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করাসহ ১০ দফা মানবাধিকার প্রস্তাব উত্থাপন করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। (ভোয়া: ২০)

দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার শেষ হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা - বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর শুরু হওয়া সংঘাতে এ পর্যন্ত অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন । (জাগো এফএম: ৩১)
রাজধানীর গোপীবাগ এলাকায়, বেনাপোল এক্সপ্রেস নামের একটি ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেয়ায় অন্তত দগ্ধ হয়ে অন্তত চার যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে - রাজশাহী ও ফেনীতে পাঁচটি ভোটকেন্দ্রে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। (ভোয়া: ২০,রে. টুডে: ২৮)

বাংলাদেশের ৭ জনুয়ারি অনুষ্ঠেয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে গভীর উদ্যোগ জানিয়েছে এশিয়া নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন। বলেছে, তারা জোরালো ভাবে বিশ্বাস করে এই নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘাটতি রয়েছে। (রে. টুডে: ৩০)

বিবিসি

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোটার আনার ছক বনাম সংঘাতের ভয়

৭ই জানুয়ারির নির্বাচনে যেমন বিএনপি নেই, তেমনি নেই আরো কিছু উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল। বিরোধী বিএনপিসহ অন্য দলগুলো এই নির্বাচনকে 'একতরফা' বলে অভিযোগ তুলেছে। ফলে এই নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মাঠে নামিয়ে নির্বাচন জমজমাট করার চেষ্টা করছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। এর বাইরে জাতীয় পার্টি ছাড়াও নির্বাচনে আছে বেশ কিছু ছোট দল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নির্বাচন কতটা জমে উঠলো সেটা একটা বড় প্রশ্ন। ভোটারদের অংশগ্রহণ কেমন হবে সেটাও দেখার বিষয়।

ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ। নির্বাচনী আসন হিসেবে এর নাম নারায়ণগঞ্জ-১। সেখানেই ভক্তবলী নামের এক গ্রামে বেশ বড় একটি একটি নির্বাচনি সভা দেখা গেলো। সভাটি কেটলি মার্কায় স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহজাহান ভূঁইয়ার। মি. ভূঁইয়া আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা। তার প্রচারণাগুলোতে বেশ লোকসাগম হচ্ছে। ভক্তবলী থেকে এগিয়ে ইছাখালী ব্রিজের গোড়ায় গিয়ে দেখা গেলো কয়েক হাজার নারী-পুরুষের খণ্ড খণ্ড মিছিল। কোন কোন মিছিলে আছে ব্যান্ড পার্টির বাদ্য-বাজনা। পুরো এলাকা মুখর নৌকার শ্লোগানে। নৌকা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী যখন পাড়া-মহল্লা মাতিয়ে রেখেছেন তখন বসে নেই এই আসনের আরেক আলোচিত প্রার্থী তৈমুর আলম খন্দকার।

একইভাবে পাড়া-মহল্লায় জোর প্রচারণা চালাচ্ছেন নৌকার প্রার্থী গোলাম দস্তগীর গাজী। প্রতিদিনই হাজির হচ্ছেন বড় বড় মিছিল নিয়ে। কিংস পার্টি হিসেবে পরিচিত আলোচিত দল তৃণমূল বিএনপি'র শীর্ষ নেতা হওয়ায় তৈমুর আলমকে নিয়েও ভোটারদের আগ্রহ আছে। তৈমুর আলম প্রতিদিনই নারায়ণগঞ্জ শহর থেকে এসে গাড়িবহর নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণা চালাচ্ছেন। সবমিলিয়ে নারায়ণগঞ্জ -১ আসনের সবখানেই ভোটের আমেজ স্পষ্ট। আব্দুল খালেক নামে একজন ভোটার বললেন, এই আসনে অন্তত চারজন প্রার্থী শক্তিশালী। তারা সবাই মাঠে থাকায় 'হাড্ডাহাড্ডি লড়াই' হবে। বিএনপিবিহীন এবারের নির্বাচনকে জমজমাট এবং নির্বাচনে ভোটার টানার জন্য আওয়ামী লীগের যে কৌশল তার বড় অংশ জুড়েই আছে স্বতন্ত্র এবং অন্য ছোটদলগুলোর প্রার্থীদের মাঠে নামানো। রূপগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়াও তৈমুর আলম খন্দকারের ব্যক্তিগত পরিচিতির কারণে ভালো অবস্থায় আছে তৃণমূল বিএনপি। আছে লাঙ্গল প্রতীকে জাতীয় পার্টির প্রার্থী সাইফুল ইসলাম। শক্তিশালী এই চার প্রার্থী ভোটারদের নিবাচনে উৎসাহী করে তুলতে পারলেও শেষ পর্যন্ত ভোটারদের কেন্দ্রে আনা যাবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে নৌকার প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর। যার মূল কারণ তাদের ভাষায় নৌকার প্রার্থীর পক্ষ থেকে ভয়-ভীতি দেখানো। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা ও স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহজাহান ভূঁইয়া বিবিসি বাংলাকে বলেন, নির্বাচনে ভোটারদের আগ্রহ আছে, উৎসবও আছে। তবে তারা শেষ পর্যন্ত ভোট দিতে আসবে কি না তা নিয়ে সন্দিহান তিনি। "নৌকার প্রার্থীর লোকজন, তারা কিছু আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। বলছে কেটলি মার্কায় ভোট দিলে বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানির লাইন কেটে দেয়া হবে এবং বিভিন্ন ভাতা আছে সেগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে।" তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী তৈমুর আলম খন্দকারও অভিযোগ করছেন যে, নৌকার প্রার্থীর সমর্থকরা নৌকার বাইরে অন্য মার্কায় ভোট না দিতে ভয়-ভীতি দেখাচ্ছেন ভোটারদের। এতে হয়তো ভোটাররা ভোট দিতেই যাবেন না। তিনি বলছিলেন, "এখানে নৌকার প্রার্থীর যে দাপট, তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছে যেন আমরা এজেন্ট না পাই। হুমকি দেয়া হচ্ছে যে ৭ই জানুয়ারির পর দেখে নেয়া হবে। এমন হলে তো ভোটাররা ভয়ের মধ্যে থাকবে।" তবে আওয়ামী লীগের প্রার্থী গোলাম দস্তগীর গাজী এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলছেন, "কোনরকম ভয়-ভীতি দেখানোর সঙ্গে তারা নেই। ভোট হবে উৎসবমুখর পরিবেশে। এখানে কোন আতঙ্কের পরিস্থিতি নাই। যেহেতু বিএনপি মাঠে নেই, আতঙ্কও নেই। আমি কাউকে ভয় দেখাতে বলি না। এটা কোনকালেই এখানে হয় না। এখানে নির্বাচন কমিশন খুব শক্তহাতে এগুলো দেখছে।"

নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে এই তিন প্রার্থী ছাড়াও আরো আছেন চেয়ার প্রতীকে ইসলামিক ফ্রন্টের একেএম শহীদুল ইসলাম, ট্রাক প্রতীকে মো. জয়নাল আবেদীন চৌধুরী, ঈগল প্রতীকে গাজী গোলাম মুর্তুজা, আলমিরা প্রতীকে মো. হাবিবুর রহমান এবং জাকের পার্টির মো. জোবায়ের আলম ভূঁইয়া। সবমিলিয়ে পাল্টা-পাল্টি অভিযোগ থাকলেও এটা স্পষ্ট যে, নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে ভোটের লড়াই জমে উঠেছে। কিন্তু সবখানে পরিস্থিতি এমন নয়। নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ভোটের আমেজ থাকলেও সব আসনে সেটা নেই। যেমন নরসিংদী-২ আসন।

সেখানকার আসনের অধিকাংশ রাস্তা-ঘাটে ব্যানার-ফেস্টুন তেমন নেই। যেখানে আছে, সেটাও মূলত নৌকা প্রতীকের। যদিও প্রার্থী আছেন ৪ জন। শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় নৌকার প্রচারও চলছে ঢিমেতালে। ফলে এই এলাকায় ভোটের আমেজ নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নেই। প্রচারণাও সীমিত। বিষয়টি স্বীকার করছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আনোয়ারুল আশরাফ খানও।

"এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী নাই এভাবে বলা ঠিক হবে না। সেটা আছে। কিন্তু তারা শক্তভাবে অংশগ্রহণ করছে না। আমি তাদেরকে বলেছি, তোমাদের নির্বাচনি কাজে যদি কোন সাহায্য লাগে তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আমাদের কর্মী আছে, তারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে। কিন্তু তারা কেন যেন ভয়ে নাকি কী কারণে সেভাবে মাঠে আসে না।"

নরসিংদী-২ আসনে অন্য প্রার্থীরা হচ্ছেন ঈগল প্রতীকে মো. মাসুম বিল্লাহ, জাতীয় পার্টির এ. এন. এম. রফিকুল আলম সেলিম এবং দোলনা প্রতীকে আফরোজা সুলতানা। এসব প্রার্থী সেভাবে মাঠে না থাকায় একদিকে যেমন নির্বাচন জমে ওঠেনি অন্যদিকে একতরফা ভোটে অনেক ভোটারের মধ্যেও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। যদিও স্থানীয় আওয়ামী লীগের আশা ভোট পড়বে ৬০ শতাংশের উপরে। কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব ?

স্থানীয় আওয়ামী লীগ যে ষাট শতাংশের উপরে ভোট কাস্টিং হবে বলে ধারণা দিচ্ছে তার পেছনে অনেক কারণ আছে। নেতা-কর্মীরা বলছেন, ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, নির্বাচনের দিন যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে ইত্যাদি। কিন্তু ভোটার উপস্থিতির পেছনে তাদের সবচেয়ে বড় আশার জায়গা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় যেসব ভোটার রয়েছেন, ভোটকেন্দ্রে তাদের উপস্থিতি। জানতে চাইলে নরসিংদীর পলাশ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম গাজী বলছেন, যারা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আছে, তারা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা ভোট দিলে একইসঙ্গে আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা ভোটকেন্দ্রে গেলে ষাট শতাংশের বেশি ভোট হয়ে যাবে বলে তাদের ধারণা। "এখানে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এমন অনেক সুবিধাভোগী আছে। আমার নিজের ইউনিয়নে প্রায় ছয় হাজার পরিবার এই সুবিধার আওতায় আছে। প্রতি পরিবারে যদি তিনজন সদস্যও ধরি, তাহলে হয় ১৮ হাজার ভোটার। আমার ইউনিয়নে মোট ভোটারই তো ২৮ হাজার। সুতরাং ভোটারের অভাব হবে না।"

কিন্তু এসব ভোটার যদি ভোট কেন্দ্রে না যায়? এমন প্রশ্নে আওয়ামী লীগের এই নেতা বলছেন, সরকারের সুবিধাভোগী হওয়ায় ভোটাররা নিজেরাই 'ভোট দিতে আগ্রহী'। তবে কার্ডধারীদের কোন ভয়-ভীতি বা চাপ দেয়া হচ্ছে না বলে দাবি করছেন তিনি। যদিও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় যারা সরকারের বিভিন্ন ভাতার আওতায় আছেন, নৌকার জন্য ভোট না দিলে তাদের ভাতা বন্ধের হুমকি এমনকি ভোট নিশ্চিত করার জন্য কার্ড জব্দ করার ঘটনাও প্রকাশিত হয়েছে গণমাধ্যমে। এসব নিয়ে বক্তব্য এসেছে নির্বাচন বর্জনকারী বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকেও। কিন্তু আওয়ামী লীগ কি তাহলে সরকারি ভাতার আওতায় থাকা ব্যক্তিদের ভাতা বাতিলের ভয় দেখিয়ে ভোটকেন্দ্রে আনার পরিকল্পনা করছে ? জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দীন নাসিম বলেন, এরকম ঘটনার সত্যতা নেই। "সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে যারা আছেন, সেটা কি কোন নেতার বাতিল করার সুযোগ আছে? এটা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত হয়। স্থানীয়ভাবে এটা বাদ দেয়ার ক্ষমতা নেই। আর দলীয় নোত-কর্মীর তো এর কোন সুযোগই নেই। এগুলো নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য যারা ভোট বানচাল করতে চায় তাদের কৌশল" বলছিলেন, বাহাউদ্দীন নাসিম। আওয়ামী লীগের এই নেতা বলছেন, তার ভাষায় ভয়ভীতি নয় বরং ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করতে পারায় তারা এমনিতেই ভোটকেন্দ্রে আসবেন। যদিও রাজনীতি বিশ্লেষক জোবাইদা নাসরীন মনে করেন বিভিন্ন বাস্তবতায় সেটা সহজ হবে না।

"আমরা যে মিছিল বা ক্যাম্পেইন দেখছি, সেটা কিন্তু দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদি জনগণ এখানে অংশগ্রহণ করতো তাহলে সেটার চরিত্র, দৃশ্য অন্যরকম হতো। এখন যে ভোটে সমঝোতা আগেই হয়ে গেছে, কে নির্বাচিত হবে সেটা জানা, সেখানে অনেকে মনে করতে পারে ভোট দেয়া বা না দেয়া কোন অর্থ বহন করে না। এছাড়া গত দুটি নির্বাচনে যারা ভোট দিতে পারেন নাই, তাদেরও অনাগ্রহ থাকতে পারে। সুতরাং ভোটার কেন্দ্রে না যাওয়ার অনেক কারণ আছে। এর পাশাপাশি যদি কোথাও সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হয়, তাহলে ভোটাররা আতঙ্কিত হয়ে ভোট না দিতে পারে।"

বাংলাদেশে নির্বাচনের দিন এবং এর আগের দিন পরিস্থিতি কতটা শান্তিপূর্ণ থাকে, ভোট পড়ার ক্ষেত্রে সেটা একটা বড় নিয়ামক হয়ে ওঠে। কিন্তু নির্বাচনে প্রচারণা শুরুর পর বেশ কয়েকটি জেলায় যেভাবে সহিংসতা হয়েছে, তাতে করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে অনেক ভোটারের মধ্যেই। অন্যদিকে, সরকারি দলের বিপরীতে কার্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় ভোটারদের মধ্যেও সেভাবে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। অনেক আসনে সেভাবে নির্বাচনের আমেজও নেই। ফলে শেষ পর্যন্ত ভোটাররা ভোট দিতে কতটা আগ্রহী হবেন সেটা এখনো একটা বড় প্রশ্ন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৫.১.২৪ রিহাব)

সরকার এখন ডামি ভোটার সৃষ্টিতে নজর দিয়েছে, অভিযোগ বিএনপির

বাংলাদেশের বিরোধী দল বিএনপি অভিযোগ করেছে, ডামি প্রার্থী এবং ডামি দলের পর সরকার এখন ডামি ভোটার সৃষ্টি করার জন্য নজর দিয়েছে। দলটি বলছে, বর্তমানে তারা যে পরিস্থিতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তা আগের তুলনায় ভিন্ন এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে। শুক্রবার সকালে মি. খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, আগামী ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক দেখানোর জন্য ডামি ভোটার ব্যবহার করা হচ্ছে।

"৭ই জানুয়ারির একতরফা ও ভাগ বাটোয়ারির নির্বাচনকে ঘিরে দেশে-বিদেশে হাস্যরস ও সমালোচনা চলছে। সরকার নিজ দায়িত্বে প্রতিদিন সেটাকে প্রহসন ও সহিংসতার নতুন মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে। ডামি প্রার্থী ও ডামি দল উৎপাদন করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, তারা এখন ডামি ভোটার সৃষ্টিতে নজর দিয়েছে।"

সংবাদ সম্মেলনে জনগণকে সাতই জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছে দলটি। সবশেষ আগামী ৭ জানুয়ারি ভোট অনুষ্ঠানের দিন এবং তার পরের দিন হরতালের ডাক দিয়েছে বিএনপি। বাংলাদেশে এর আগে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনের পরবর্তী সময়েও এই দলটিকে খুব একটা সক্রিয় অবস্থায় দেখা যায়নি। আগামী সাতই

জানুয়ারি নির্বাচনের পর বিএনপির আন্দোলন নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এবারের পরিস্থিতি-পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা। সরকারের যে এজেন্ডা, সরকারের মুখোশ আজ উন্মোচিত হয়ে গেছে। কাজেই আমাদের আন্দোলন চলতেই থাকবে।"

তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন যে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি আসলে বদলায়নি এবং বিএনপি তাদের কৌশলে পরিবর্তন না আনলে নির্বাচনের পর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে পারে দলটি। ২০২২ সালের ১০ই ডিসেম্বরের আগে বিভাগীয় শহরগুলোতে বড় ধরনের সমাবেশ করে আন্দোলন চাঙ্গা করে তোলে বিএনপি। ১০ই ডিসেম্বরের ঢাকায় সমাবেশসহ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গত ২৮শে অক্টোবর সর্বশেষ ঢাকায় সমাবেশ করে বিএনপি। তবে ঐ সমাবেশের পর আবারো স্তিমিত হয়ে পড়ছে দলটির আন্দোলন। আগামী সাতই জানুয়ারির নির্বাচনের পর দলটির আন্দোলন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার শঙ্কা আছে কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে মি. খান বলেন, "এবারের পরিস্থিতি-পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা। সরকারের যে এজেন্ডা, সরকারের মুখোশ আজ উন্মোচিত হয়ে গেছে। কাজেই আজকের পরিস্থিতিতে আমাদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের আন্দোলন চলতেই থাকবে।"

শুক্রবারের সংবাদ সম্মেলনে আরও ছিলেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও সেলিমা রহমান। সকালে সংবাদ সম্মেলনের পর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "২০১৪ সাল ও ২০২৪ সাল এক নয়। সরকার ২০১৪ বা ১৮তে যে পরিস্থিতিতে ছিল, আজকে তারা সে পরিস্থিতিতে নেই। সরকারের এই যে জারিজুরি ও ধাপ্পাবাজি, সেটা বিদেশে প্রকাশিত হয়ে গেছে।" মি. খান বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিএনপি দেশ জুড়ে যে আন্দোলন করে আসছে তার অর্জন কতটা এমন প্রশ্নের উত্তরে ড. আব্দুল মঈন খান বলেন, বিএনপির আন্দোলনের অর্জন হচ্ছে, এই আন্দোলনে জনগণকে সম্পৃক্ত করা গেছে। মি. খান বলেন, "জনগণকে নিয়ে আমরা সমাবেশ করেছি। লক্ষ লক্ষ মানুষ। সব মিলিয়ে কোটি মানুষের ঊর্ধ্বে মানুষকে নিয়ে, সম্পৃক্ত করে আমরা আন্দোলন করেছি। এটা একটা দিক।"

বিএনপির আন্দোলনের শুরু থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় দলীয় সরকারের অধীনে হতে যাওয়া সাতই জানুয়ারির নির্বাচনের অংশ নেয়নি দলটি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে না বিধায় এতে অংশগ্রহণ করছে না বিএনপি। তিনি বলেন, "নির্বাচন তো হচ্ছে না। এটা যদি সত্যি একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হতো নিশ্চয়ই আমরা অংশগ্রহণ করতাম। এই সাজানো পাতানো নির্বাচন, এই ভুয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে এই, যে ফলাফল তো জানাই আছে। যে নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত, সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাটাতো চরম বোকামি।"

তবে বিএনপি নির্বাচনকে প্রতিহত করতে চায়নি বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, বিএনপি নির্বাচন প্রতিহত করতে চায় না, কারণ প্রতিহত করাটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। বরং বিএনপি নির্বাচনকে বর্জন করবে। "আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে নির্বাচনকে বর্জন করবো। আমরা এটা বর্জন করছি এবং মানুষকে বলছি, আপনারা ভোটদান থেকে বিরত থাকুন।" তিনি বলেন, "এই যে একটা সাজানো নির্বাচন, এটাকে আমরা লেজিটিমাইজ(বৈধতা দিতে) করতে চাই না। এটা হচ্ছে আমাদের মূল কথা। আমরা নির্বাচনকে বর্জন করি নাই। আমরা প্রহসনের নির্বাচনকে বর্জন করেছি।"

গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিএনপি যে আন্দোলন করে আসছে তার শুরু থেকেই ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছে দলটি। আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিভাগীয় শহরগুলোতে সমাবেশ, নানা সময়ে বিবৃতি, সমাবেশ, মিছিল, হরতাল ও অবরোধের মতো কর্মসূচি পালন করে আসছে দলটি। তবে তাদের আন্দোলনের এই কৌশল তাদের দাবি আদায়ের জন্য যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে জানান দেয়া যায় যে বিএনপি নামে একটি রাজনৈতিক দল মাঠে আছে। কিন্তু এসব কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানো যায় না। ক্ষমতার রাজনীতিতে বিএনপির এ ধরনের কৌশল খুব একটা কাজ দিচ্ছে বলে মনে করেন না বিশ্লেষকরা। বরং এই সময়ে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময় নানা ধরনের কৌশল গ্রহণ করেছে এবং তারা তাতে সফলও হয়েছে বলে মত তাদের।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, আওয়ামী লীগ ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ কোনবারই তারা এক রকমের কৌশল নেয়নি। প্রতিবারই আলাদা কৌশল নিয়ে তাতে সফল হয়েছে দলটি। কিন্তু বিএনপির কৌশলে কোন পরিবর্তন আসেনি। তিনি বলেন, "বিএনপির অস্ত্রশস্ত্র সব ভোঁতা হয়ে গেছে। এটা দিয়ে খুব একটা সুবিধা হবে না তাদের। তাদের নতুন কিছু চিন্তা করতে হবে।"

আন্তর্জাতিক চাপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির কারণে সহিংস কোন পদক্ষেপ নেয়া বিএনপির পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তারা যে আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে তাতেও কাজ হবে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের আন্দোলনের মোড় ঘোরাতে হলে আগে পরিকল্পনা থাকতে হবে বলে মনে করেন মি. আহমদ।" নির্বাচনের পরে তারা কী করবে ? অতীতে যা করেছে তাই করবে হয়তো। তারা নতুন কোন কৌশল উৎপাদন করতে পারছে না এবং শেখ হাসিনার কাছে তাদের কৌশলগুলো মার খাচ্ছে।" মি. আহমদ বলেন, নির্বাচনের পরেও তারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার যে কথা বলছে সেটা হয়তো তাদের কর্মীদের আশ্বাস দেয়ার জন্য হতে পারে। এতে কোন ফল আসবে বলে তিনি মনে করেন

না। কারণ তার মতে, ২০১৪ বা ২০১৮ সালের তুলনায় বর্তমান পরিস্থিতি বিএনপির জন্য খুব একটা আলাদা নয়। উল্টো নির্বাচনের পর তাদের পরিস্থিতি নেতিবাচক হতে পারে বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, "পরিস্থিতি বিএনপির জন্য আরো খারাপ হতে পারে। মানে আরো বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, আরো এলিয়েনেটেড হয়ে যাওয়া, আরো বেশি সরকারি নির্যাতনের শিকার হওয়া, এগুলো হতে পারে।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ৫.১.২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

যদি বিদেশী কোন হস্তক্ষেপ না হয় তবে সরকার টিকে থাকবে পূর্ণমেয়াদ : রাশেদ খান মেনন

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামিক শাসনতন্ত্র আন্দোলনসহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। সেই সাথে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলনসহ, ৭ তারিখের নির্বাচন বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। অন্যদিকে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ নিবন্ধিত ৪৪টি দলের মধ্যে ২৭টিই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকাও নিয়েছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর সাথে সাক্ষাৎকারে গত ১৭ ডিসেম্বর বলেছেন, হরতাল, অবরোধ মোকাবেলা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সরকারের কাছে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এর মাঝেই আন্দোলনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনায় ট্রেনে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। এজন্য সরকার ও আন্দোলনরত দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। এদিকে, নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনাও বেড়েই চলেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের একটি বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কি না এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের ভূমিকা নিয়েও চলছে নানামুখী আলোচনা। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন দেশের আন্দোলনপন্থী ও নির্বাচনপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন প্রণব চক্রবর্তী।

কথা বলছেন বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-৩ আসনে নৌকার প্রার্থী রাশেদ খান মেনন।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ জানুয়ারির নির্বাচন দেশে ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে ? যদি গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করেন তাহলে কী কারণে হবে ? প্রধান তিনটি কারণ বলুন।

রাশেদ খান মেনন : আমি তো মনে করি, ৭ জানুয়ারির নির্বাচন দেশেও যেমন গ্রহণযোগ্য হবে আন্তর্জাতিক বিশ্বেও তেমন গ্রহণযোগ্য হবে। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অনেকে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। আমার তো মনে হয় তারা এখন সে প্রশ্ন তুলছে না এবং নির্বাচনে উৎসবমুখর পরিবেশে জনগনের অংশগ্রহণ এবং একটা উচ্ছাস দেখা গেছে। তাতে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশ নেবে বলে আমাদের ধারণা। সংবিধান অনুসরণ করে নির্বাচন হচ্ছে এবং নির্বাচনী আইন ও ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্বাচন হচ্ছে। জনগণের বড় অংশের অংশগ্রহণে নির্বাচন হবে বলেই আমি মনে করি।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য হতো ?

রাশেদ খান মেনন : এটি আপেক্ষিক প্রশ্ন, এই কারণে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আমরা আতীতেও দেখেছি। তবে হয়তো কম আপত্তি ছিল বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচনে। অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন যে সরকার হয়, তখন তো ভুয়া ভোটারই ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ। সুতরাং তখন তো সেটি গ্রহণযোগ্য হয়নি। সেই সঙ্গে (সে সময়ের) তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচনকে ম্যানুপুলেট করার জন্য এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রপতি নিজে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়ে বসেছিলেন সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলেই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে আমি তা মনে করি না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপি কে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য ?

রাশেদ খান মেনন : আমি মনে করি জনগণ যদি ভোট প্রদান করে তারা যদি ভোটকেন্দ্রে আসে এবং সেখানে যদি ৫০ ভাগের উপরে ভোট পড়ে তাহলে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে বলে আমি মনে করি। কারণ নির্বাচনে কোন দল এলো বা না এলো সেটা বড় প্রশ্ন না। বিষয় হচ্ছে জনগণ অংশগ্রহণ করছে কি না। এখানে জনগণ অংশগ্রহণ করছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় প্রচারণা চালাচ্ছি। হাজার হাজার লোক নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ

নিচ্ছেন এবং তারা সেখানে অংশগ্রহণ করছেন। সুতরাং আমি মনে করি নির্বাচন নিয়ে জনগণের মনে কোন প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন আছে একটি মহলে যাদের স্বার্থ আছে সে বিষয়টি খোঁজ করে তারাই হয়তো নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা কীভাবে মূল্যায়ন করেন ?

রাশেদ খান মেনন : বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা তারা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় বলে আমি মনে করি। তবে যারা নির্বাচনে বাধ সাধছে, আগুন দিয়ে মানুষ পোড়াচ্ছে, তাদের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না বরঞ্চ তারা ভয় দেখাচ্ছে বাংলাদেশে স্যাংশন জারি করবে। তার মানে হচ্ছে তারা আগাম বিচার করে বসে আছে, বাংলাদেশের নির্বাচন কী হবে কী হবে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কিভাবে দেখেন ?

রাশেদ খান মেনন : ভারত তো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেটাই আশা করে এবং জনগণ সেখানে অংশ নেবে সেটাই আশা করে। এর বাইরে তাদের অন্য কোন ভূমিকা বিশেষ করে প্রকাশ্যে কোন ভূমিকা আছে বলে লক্ষ্য করা যায় না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে ? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ ?

রাশেদ খান মেনন : আমি মনে করি পূর্ণ মেয়াদেই টিকে থাকবে। যদি বড় ধরনের কোন অঘটন না ঘটে যদি বিদেশী কোন হস্তক্ষেপ না হয় অথবা এখানে অসাংবিধানিক অস্থিতিশীল কোন পরিস্থিতি তৈরি না হয়।

রাশেদ খান মেনন : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন ?

রাশেদ খান মেনন : এবার যেহেতু ঢাকা থেকে নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। আমি বরিশাল থেকে নির্বাচন করছি। তাই সকাল বেলায় ঢাকায় আমার এলাকায় আমি ভোটটি দিয়ে তারপরে নির্বাচনী এলাকা বরিশাল যাব।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

আমরা তো তাদের দেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলি না : আসাদুজ্জামান নূর

আসাদুজ্জামান নূর : ঐ দলগুলোর মনোবৃত্তিটা এমনি তাদের বিজয়ের নিশ্চয়তা দিতে হবে তবেই তারা নির্বাচনে আসবে। এটা তো কোন নির্বাচনে অংশগহনের পূর্বশর্ত হতে পারে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপি কে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণ মূলক ও গ্রহণযোগ্য?

আসাদুজ্জামান নূর : আমি মনে করি জনগণ যদি অংশগ্রহন করে ভোটকেন্দ্রে যায় তবেই এটি গ্রহণযোগ্য হবে। অতীতেও আমরা দেখেছি অনেক দল জনগণের ভোটে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এভাবে যদি বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে ক্রমাগতভাবেই তারা বিলীন হয়ে পড়বে। একদিন হয়তো তারা বিলুপ্তই হয়ে যাবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

আসাদুজ্জামান নূর : অনেকটা বিস্মিত হয়েছি তাদের অতি উৎসাহে। কারণ একটি দেশের নির্বাচনে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সেখানে তারা যেভাবে বক্তব্য রাখতে শুরু করলো মনে হয় যেন কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন। আমি মনে করি কূটনৈতিক সদাচার আছে তার সীমা অনেক ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়েছে, এটি না হওয়ায় বাঞ্ছনীয়। আমরা তো তাদের দেশের নির্বাচন নিয়ে কথা বলি না। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তো নির্বাচন নিয়ে কত রকম বিতর্ক চলছে, সেগুলো নিয়ে তো আমরা কোন কথা বলি না। আমরা একটি ক্ষুদ্র দেশ বলে কি আমাদের উপরে এভাবে খবরদারি করতে হবে ? এটা কি গ্রহণযোগ্য ?

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কিভাবে দেখেন ?

আসাদুজ্জামান নূর : মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে ভারত আমাদের ঐতিহ্যগত বন্ধু। সে বন্ধুত্বের মর্যাদা আমরা দিয়ে থাকি। নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কোনো ভূমিকা আছে বলে আমি মনে করি না। তারা নিশ্চয়ই এটা চান এদেশে একটা স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করুক। সেটাই ভারতের স্বার্থের অনুকূলে যাবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে ? তিনমাস, ছ'মাস এক বছর, পূর্ণমেয়াদ ?

আসাদুজ্জামান নূর : পূর্ণকালীন, অর্থাৎ পাঁচ বছরই টিকে থাকবে। কোন সমস্যা হবে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন ?

আসাদুজ্জামান নূর : অবশ্যই ভোট দিতে যাবো। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

কোনভাবেই এটাকে নির্বাচন বলে মেনে নেয়া যায় না : মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামিক শাসনতন্ত্র আন্দোলনসহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। সেইসাথে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলনসহ, ৭ তারিখের নির্বাচন বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। অন্যদিকে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ নিবন্ধিত ৪৪টি দলের মধ্যে ২৭টিই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকাও নিয়েছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর সাথে সাক্ষাৎকারে গত ১৭ ডিসেম্বর বলেছেন, হরতাল, অবরোধ মোকাবেলা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক

রাখতে সরকারের কাছে বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এর মাঝেই আন্দোলনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনায় ট্রেনে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। এজন্য সরকার ও আন্দোলনরত দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। এদিকে, নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনাও বেড়েই চলেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের একটি বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কি না এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের ভূমিকা নিয়েও চলছে নানামুখী আলোচনা। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন দেশের আন্দোলনপন্থী ও নির্বাচনপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন প্রণব চক্রবর্তী।

সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ জানুয়ারির নির্বাচন দেশে ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে ? যদি গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করেন তাহলে কী কারণে হবে ? প্রধান তিনটি কারণ বলুন...

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : সরকার বলছে ৭ই জানুয়ারি কতগুলো ঘটনার ভেতর দিয়ে একটি নির্বাচন সংগঠিত করবে। কিন্তু দেশের মানুষ মনে করে না যে এটি কোন নির্বাচন। কেননা নির্বাচনের কোন পরিবেশ গড়ে তোলার কোন পদক্ষেপ সরকারের পক্ষ থেকে নেয়া হয় নি। এই ব্যাপারে আমাদের পার্টি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কিছু প্রস্তাবনা দিয়েছিলাম কিন্তু সেটি গ্রহণ করা হয়নি। প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন অংশগ্রহনমুলক হীন আগে থেকে তৈরি করা নির্বাচন ব্যাবস্থা। সাধারণ মানুষের ভাষায় আমি এবং ডামি সুতরাং একতরফা একটা প্রহসন তামাশা। এটাকে এদেশের মানুষ নির্বাচন হিসেবে গ্রহণ করবে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য হতো ?

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : অবশ্যই, এটার কারণ হলো আমাদের দেশে সামরিক শাসনের আমলে নির্বাচনকে অবিশ্বাসযোগ্য (করে) গড়ে তোলা হয়েছিল। নির্বাচন ব্যবস্থার উপরে মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য একান্ত আদর্শক হচ্ছে একটা দল নিরপেক্ষ তদারকি সরকার যারা নির্বাচনকালে রুটিন কাজগুলো করবে এবং নির্বাচন সম্পাদন করবে। দলীয় সরকারের অধীনে যে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় না সেটা কিন্তু আওয়ামী লীগ-বিএনপি তারাও বিশ্বাস করে। তার প্রমাণ হলো তারা যখন বিরোধী দল থাকে তখন তারা ওইটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করে প্রতিপক্ষ যেহেতু সরকারে আছে দলীয় সরকার থাকা অবস্থায় কোন নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে না। বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করলেও ক্ষমতায় গেলেই তা অস্বীকার করে। এখন সরকার বলছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান তো সংবিধানে নেই। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান না থাকলেও সংবিধান সংশোধনের বিধান তো আছে। সুতরাং এটা সংবিধানে থাকা না থাকা নয় সরকারের ইচ্ছার বিষয়। সরকার সোজাসুজি বলুক নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকলে ভোট নিরপেক্ষ হয় না, নির্বাচন নিরপেক্ষ হয় না। এই কথা বলার সাহস তো তাদের নেই। কেননা তারা একসময় এই দাবি করেছে। সুতরাং যে তত্ব তারা দিয়েছে স্থিতিশীলতার জন্য সরকারের ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। এবং সরকারের ধারাবাহিকতা থাকা মানেই একই সরকার বারবার যেন ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ আসতে পারে। এবং রাস্তায় তারা স্লোগান দিচ্ছে বারবার দরকার আওয়ামী লীগের সরকার এবং সেভাবেই তারা রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে তৈরি করে ফেলেছে। তারা মনে করে চিরদিন তারাই ক্ষমতায় থাকবে, এবং এটা পরোক্ষভাবে একদলীয় একটি শাসন কাঠামো যেন তৈরি হয়। সেটার একটি পরিকল্পনা নিয়ে সরকার অগ্রসর হচ্ছে। নির্বাচনের কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা উচিৎ যা নেই। সুতরাং আমি এবং দেশের বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে কোনভাবেই এটাকে নির্বাচন বলে মেনে নেয়া যায় না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপি কে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণ মূলক ও গ্রহণযোগ্য?

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : এটা শুধু বিএনপির ব্যাপার নয়, মানুষ এবং অজস্র রাজনৈতিক দল আমাদের পার্টিসহ। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ হয়তো একটি ফয়সালা করে ফেলতে পারে সিক্সটি ফোরটি কিংবা আসন ভাগাভাগি। আসল বিষয় হলো কে কতটুকু ভাগে পেল লুটপাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কে কাকে কাবু করতে পারলো । কিন্তু বিষয়টি তো গণতন্ত্রের সাথে জড়িত। জনগণ তো রায় দেবে সুতরাং মোটেই এটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নয়। শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষকে তো নির্বাচনের বাইরে রাখা হয়েছে কেননা শুধু ভোট দেয়াটাই তো নির্বাচনে অংশগ্রহণ না নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকারও তো নির্বাচনের একটা পূর্বশর্ত। একজন প্রার্থীকে জামানত দিতে হয় ৫০ হাজার টাকা। এত টাকার মুখ একসঙ্গে দেখে নি অনেকে, যদি সে দরিদ্র হয়। সুতরাং যারা টাকাওয়ালা কোটিপতিরা আছে তাদের ভিতরে কাকে আমি আমাকে শোষণ করার সুযোগ দেব এই রকম একটা ব্যাপার আমাদের সামনে হাজির করা হচ্ছে। সেখানেও

নির্ধারিত তোমার গোষ্ঠীকে আমি লুটপাট করতে দেব না আমার গ্রুপকে কন্টিনিউয়াসলি লুটপাট করার সুযোগ দিতে হবে। সহজ ভাষায় বললে এরকম একটা দুঃখজনক জায়গায় আমরা চলে গেছি।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা কিভাবে মূল্যায়ন করেন ?

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : আমেরিকা ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোন সময় তো তারা আমাদের গণতন্ত্রের পক্ষে এসে দাঁড়ায়নি। সত্তরের নির্বাচনে ভোটের যে রায় হয়েছিল সে রায় বানচাল হওয়ার কারণেই আমরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। তখন আমেরিকা কিন্তু যারা ভোটের রায় কার্যকর করতে দেয়নি তাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। আমি অবশ্য সেসব দেশের সরকারের কথা বলছি জনগণের ভূমিকা হয়তো একটু ভিন্ন রকম ছিল। সামরিক শাসনের আমলে অবৈধভাবে ভোট প্রহসন যেগুলো হয়েছে তারা সমর্থন করেছে। সুতরাং তাদের এখানে অবাধ নির্বাচন না তাদের এজেন্ডা হল অন্য কতগুলো ভূ-রাজনৈতিক গেইম করতে চায়। সেটার জন্য হয়তো প্রেশার দিয়ে সেই সুবিধাগুলো নিতে চায়। তবে একই সাথে বলবো এই সব দেশ যে আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর সুযোগ পেলো এজন্য আমি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি এ দলগুলোকে দায়ী করব। তারা এমন সব নীতি গ্রহণ করেছে যার ফলে এখন আমাদেরকে এসব দেখতে হচ্ছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন ?

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : ভারত কোন অখণ্ড সত্তা নয়। ভারতের ভেতরে শোষক এবং শোষিত দুই রকমই আছে। ভারতের জনগণ এবং বাংলাদেশের জনগণ তারা একই স্বার্থে পরিচালিত। তারা সবাই গণতন্ত্র চায়, তারা ধর্মনিরপেক্ষতা চায়, তারা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। দুঃখ, দারিদ্র, অশিক্ষা এসবের বিরুদ্ধে দুই দেশের মানুষ সংগ্রাম করছে। কিন্তু ভারতের শাসক শ্রেণী তারা সাম্প্রদায়িক এবং লুটেরা। ভারতের জনগণের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব হচ্ছে। ভারতের শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক সরকার এখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তারা যদি সেই দেশের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে হয় বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে থাকবে কেন। এবং তাদের যে নিজস্ব কতগুলো সংকীর্ণ স্বার্থ আছে সেইগুলোকে প্রাধান্য দিয়েই তারা নীতি নির্ধারণ করবে। আমাদের এখানে ভারতের জনগণের সাথে কোন বিরোধ নাই কিন্তু সরকারের নীতি আমাদের জাতীয় সরকারের অনুকুলে নয়।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে ? তিনমাস, ছ'মাস এক বছর, পূর্ণমেয়াদ ?

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : তিন মাস থাকুক আর তিনশো মাস থাকুক, দেশে যে অস্থিরতা নৈরাজ্য এটার কারণ হলো আরো মৌলিক। নির্বাচনের নামে তামাশা করে জোর জবরদস্তি করে জয়লাভ করার একটা প্রহসন করা হচ্ছে, এগুলো দিয়ে সমাধান হবে না। আমাদের দেশকে লুটপাটের থাবা থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে মুক্তিযুদ্ধের যে মৌলিক নীতিমালা আছে সে জায়গায় দেশকে ফিরিয়ে নিতে হবে।আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্র অভিমুখী ব্যাবস্থা করার জন্য, সেখান থেকে দূরে সরে গেছি। একাত্তর সালে যে ঐক্য হয়েছিল তা বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ঐক্য। সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়ায় আমরা এখন যে নয়া উদারবাদী, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দেশ পরিচালনা করছি বাজার অর্থনীতি এটাকে বলা হয়। বাজার অর্থনীতি বাজার রাজনীতির জন্ম দিয়েছে সুতরাং বাজার ব্যবস্থার যে স্বাভাবিক নৈরাজ্য সেটার প্রতিফলনই রাজনীতিতে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মানুষের তো দৃষ্টি বন্ধ করে রাখা যাবে না। যে সম্পদের হিসাব বের হয়েছে সম্প্রতি তথাকথিত নির্বাচনকে সামনে রেখে একজন মন্ত্রী এমপির সম্পত্তি পঞ্চাশ গুন.একশো গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কেউ যদি বলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসা মন্ত্রী এবং এমপিগিরি ব্যাবসা সেটা ভুল হবে না। সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করা হয়েছে, যেখানে যুক্ত হয়েছে তথাকথিত নির্বাচন। একটা ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা চলছি।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন ?

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : ভোট হলে আমরা অবশ্যই ভোট দিতাম। ভোট তো হচ্ছে না, এটা তো নির্ধারিত সরকারের ফর্মুলা। উন্নয়নের জন্য স্থিতিশীলতা দরকার স্থিতিশীলতার জন্য সরকারের ধারাবাহিকতা দরকার। সরকারের ধারাবাহিকতা নিশ্চিতে তারা কতগুলো ঘটনার ইনসিডেন্স করছে কতগুলো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করছে। এটার সাথে নির্বাচনের কোন সম্পর্ক নেই, নির্বাচন তাকেই বলা যাবে যখন সবার জন্য লেবেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি হবে। নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক এবং অংশগ্রহণমূলক হবে, এগুলোর কিছুই হচ্ছে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো প্রয়োজনই কিন্তু সেটাও যথেষ্ট নয়, আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে গোটা নির্বাচন ব্যবস্থা কে ঢেলে সাজানোর জন্য ৫৬ প্রস্তাব হাজির করেছিলাম। সেখানে ভোট দেয়ার অধিকার যেমন আছে, না ভোট দেয়ার অধিকার থাকতে হবে এ প্রস্তাব ছিল। কিন্তু এ সরকারের পক্ষ থেকে তা বাতিল করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং মৌলিকভাবে এগুলো সংস্কার না হলে নির্বাচনের উপর আস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব না। সেক্ষেত্রে আমি নিজে বা আমার দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না আমরা জনগণকে আহবান জানিয়েছি ভোটকেন্দ্রে যাবেন না যাতে করে এই ষড়যন্ত্রমূলক খেলা ব্যর্থ করে দেয়া যায়। কেননা ভোট দেয়ার আহ্বান জানানোর যেমন অধিকার আছে ভোট না দেয়ার আহ্বান জানানোরও অধিকার আছে। কাউকে জোর জুলুম করার অধিকার নাই। ভোট কাস্টিং বাড়ানোর জন্য সরকার এখন ছলচাতুরির আশ্রয় নিচ্ছে। গ্রামে যাদের বয়স্ক ভাতা কার্ড বা দারিদ্র ভাতার কার্ড দেয়া হয়েছিল তা জমা রাখতে বলছে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার পর ফেরত দেয়ার কথা বলা হচ্ছে।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভালো নির্বাচন উপহার দিতে পারে সেটা বাংলাদেশে প্রমাণ হয়নি : ইনু

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামিক শাসনতন্ত্র আন্দোলনসহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। সেই সাথে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলনসহ, ৭ তারিখের নির্বাচন বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। অন্যদিকে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ নিবন্ধিত ৪৪টি দলের মধ্যে ২৭টিই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকাও নিয়েছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর সাথে সাক্ষাৎকারে গত ১৭ ডিসেম্বর বলেছেন, হরতাল, অবরোধ মোকাবেলা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সরকারের কাছে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এর মাঝেই আন্দোলনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনায় ট্রেনে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। এজন্য সরকার ও আন্দোলনরত দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। এদিকে, নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনাও বেড়েই চলেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের একটি বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কি না এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের ভূমিকা নিয়েও চলছে নানামুখী আলোচনা। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন দেশের আন্দোলনপন্থী ও নির্বাচনপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন প্রণব চক্রবর্তী।

সাক্ষাৎকার : জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ জানুয়ারির নির্বাচন দেশে ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে ? যদি গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করেন তাহলে কী কারণে হবে ? প্রধান তিনটি কারণ বলুন...

হাসানুল হক ইনু : সাংবিধানিকভাবে একটি সিদ্ধ নির্বাচন। এ নির্বাচন একটি প্রকাশ্য এবং উন্মুক্ত নির্বাচন। নির্বাচনে বাংলাদেশের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর বেশিরভাগই অংশগ্রহন করছে। গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হলে সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন করা বাঞ্চনীয়। আশা কর সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক,এবং রাজনৈতিক ভাবেই নির্বাচন গ্রহনযোগ্য হবে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য হতো ?

হাসানুল হক ইনু : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন যতবার হয়েছে বড় দলগুলো নির্বাচনের পরে ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে সেই নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার রাজনীতি করেছে। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভালো নির্বাচন উপহার দিতে পারে সেটা বাংলাদেশে প্রমান হয় নি। যার সাক্ষী আওয়ামীলীগ এবং বিএনপি দুটি বড় দলই। ৯১ সাল থেকে নির্বাচনের পরের দিন সংসদ বর্জনে এরা অপরাজনীতি করেছে। এমন কি সরকার উৎখাতের জন্যে নাশকতা এবং অন্যান্য বিষয়েরও আশ্রয় নিয়েছে। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের গ্যারান্টি হবে তা বাংলাদেশে প্রমাণিত হয়নি। যার জন্য বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে নি।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপি কে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য ?

হাসানুল হক ইনু : বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা বা আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার (ওপর) নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি নির্ভর করে না। নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে সংবিধানিকভাবে আইনগতভাবে নির্বাচন সঠিক হচ্ছে কিনা। কেউ নির্বাচন বর্জন করে রাজনৈতিকভাবে একটা পক্ষ বিপক্ষের বিতর্ক তৈরি করতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্বাচন উন্মুক্ত কিনা, নির্বাচন কমিশন স্বাধীন কিনা, ব্যাপক কারচুপি হয়েছে কিনা, সংঘর্ষ হয়েছে কিনা, সেগুলোর উপরই নির্ভর করছে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা। ৭ জানুয়ারির পরই বলা যাবে উন্মুক্ত পরিবেশ যদি অব্যাহত থাকে পর্যবেক্ষকরা মাঠে থাকে তাহলে বলা যাবে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

হাসানুল হক ইনু : আমার কাছে মনে হয় আমেরিকা, ইউরোপ বা পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো তাদের কাছে নির্বাচন যত না মাথা ব্যথা তার চেয়ে তাদের কাছে দেশীয় রাজনীতি এবং ভূ-রাজনীতির বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। তারা নির্বাচনকে ছুতো করে ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সরকার অদল বদলের একটা অঘোষিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। এটা বিদেশিদের কাছ থেকে আমরা আশা করি না। তারা অবশ্য পরে বুঝতে পেরেছে যেখানে সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত আছে সুতরাং নির্বাচন সম্পর্কে অনেক মন্তব্য করলেও দিনশেষে ইউরোপ-আমেরিকা তারা কিন্তু নির্বাচনের

তফসিল বাতিলের ঘোষনা প্রত্যাখ্যান করে নি। এমনকি নির্বাচন চলছে, কাজও চলছে কেউ কোন বাধা দেয়নি। নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য তারা দেয় নি।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন ?

হাসানুল হক ইনু : ভারত বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কোন উচ্চবাচ্যই করেনি। তারা একটা নীতিতেই আছে যার যার নির্বাচন তার তার কাছে। সুতরাং এক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা নিরপেক্ষ এবং নিষ্ক্রিয়।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে ? তিনমাস, ছ'মাস এক বছর, পূর্ণমেয়াদ ?

হাসানুল হক ইনু : সংসদ পূর্ণমেয়াদ ৫ বছরই টিকে থাকবে। পরিস্থিতি ভাল।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন ?

হাসানুল হক ইনু : আমি তো প্রার্থী কাজেই নিজে ভোট দিতে যাব অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করছি ভোট দেয়ার জন্য। এখন পর্যন্ত হাজার হাজার লোকের জনসভা করছি, সবারই উৎসাহ দেখছি। জনসভায় লোক তো জোর করে আনিনি।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

৭ তারিখের নির্বাচন ভারতীয় ডিজাইনের অংশ : আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামিক শাসনতন্ত্র আন্দোলনসহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। সেই সাথে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলনসহ, ৭ তারিখের নির্বাচন বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। অন্যদিকে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ নিবন্ধিত ৪৪টি দলের মধ্যে ২৭টিই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকাও নিয়েছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর সাথে সাক্ষাৎকারে গত ১৭ ডিসেম্বর বলেছেন, হরতাল, অবরোধ মোকাবেলা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সরকারের কাছে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এর মাঝেই আন্দোলনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনায় ট্রেনে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। এজন্য সরকার ও আন্দোলনরত দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। এদিকে, নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনাও বেড়েই চলেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের একটি বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কি না এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের ভূমিকা নিয়েও চলছে নানামুখী আলোচনা। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন দেশের আন্দোলনপন্থী ও নির্বাচনপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন খালিদ হোসেন।

সাক্ষাৎকার : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ জানুয়ারির নির্বাচন দেশে ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে ? যদি গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মনে করেন তাহলে কী কারণে হবে না ? প্রধান তিনটি কারণ বলুন...

সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের : নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে কি না আশা করি সেটা আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ক্লিয়ার করতে পেরেছি। নির্বাচন গ্রহণযোগ্য না হওয়ার পিছনে কারণ দেশের ৮০% জনমত প্রতিনিধিত্ব করে সে দলগুলো অংশগ্রহণ করেনি। এর বাইরেও কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য দল আছে যাদের কাছেও ভোট আছে। বিএনপিসহ সকল বিরোধী দলকে বাদ দিয়ে যে নির্বাচন হবে এই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন তাকেই বলে যে নির্বাচনে সকল মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন সকল দল যখন একসাথে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সেটা হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। কিছু লোক করবে কিছু লোক করবে না এটা অংশগ্রহণমূলক বলার কোন সুযোগ নেই। এখন যারা নির্বাচনে গেছে এটা হচ্ছে মাইনরিটি লোকদের একটা নির্বাচন। মেজরিটিরাইতো নির্বাচন বয়কট করেছে। সুতরাং এটা তো অংশগ্রহণমূলক অবশ্যই নয়।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা কীভাবে মূল্যায়ন করেন ?

সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের : আসলে যে সমস্ত দেশই বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে থাকবে, একটা সুস্থ ডেমোক্রেটিক এনভায়রনমেন্ট এর পক্ষে থাকবে আমরা এই ধরনের সকলের ভূমিকাকেই অ্যাপ্রিশিয়েট করি। আমাদের দেশে আজকে শুধু আমেরিকা বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন নয় আরো অনেক দেশ চায় যে বাংলাদেশে একটা সুষ্ঠু

অবাধ ও নিরপেক্ষ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক অংশীদারিত্বমূলক একটা নির্বাচন। সকলের স্বার্থে বাংলাদেশের আজকের ডেমোক্রেসি বিকাশের ক্ষেত্রে এটা জরুরী এবং সকলের ইন্টারেস্ট এর সাথে জড়িত।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন ?

সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের : ৭ তারিখের নির্বাচন ভারতীয় ডিজাইনের অংশ। ভারত এখানে আওয়ামী লীগের পক্ষে সরাসরি ভূমিকা রাখছে। নির্বাচনকে তারা হস্তক্ষেপ করছে এবং নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য যে সমস্ত এজেন্সি আছে এ সমস্ত এজেন্সি কে তারা প্রভাবিত করার জন্য চেষ্টা করছে। ভারতের এই নগ্ন হস্তক্ষেপ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ওপরে যে হস্তক্ষেপ। এটাকে চরমভাবে ঘৃণার সাথে আমরা প্রত্যাখ্যান করছি, নিন্দা করছি। এদেশের (জনগণ) ভারতের এই ভূমিকাকে অত্যন্ত ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করছে এবং নিন্দা করে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে ? তিন মাস, ছ'মাস এক বছর, পূর্ণমেয়াদ ?

সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের: আমি তো বলেছি আপনাকে, এদেশের মানুষ এই নির্বাচনকে কোনভাবেই মেনে নেবে না। আমরা আশা করি এই নির্বাচনে যে অবৈধ প্রোডাক্ট তৈরি হবে তারা এই দেশের জনগণের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তারা অচিরেই ভেঙ্গে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন ?

সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের : প্রথম কথা হচ্ছে ৭ তারিখে যেটা হবে এটাকে নির্বাচন বলা যায়? এটা হচ্ছে তথাকথিত নির্বাচন কমিশন এবং আওয়ামী লীগের নিজের মধ্যে একটা মিউচুয়াল নির্বাচন নির্বাচন খেলা। সত্যিকার অর্থে যেহেতু এটা নির্বাচনই নয়। সুতরাং এ নির্বাচনে ভোট দিতে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এই নির্বাচনকে মানুষ 'আমি আর ডামি' তারপর 'তামাশার' নির্বাচন, 'জালিয়াতির'নির্বাচন, একতরফা নির্বাচন। আমরা মনে করি, এই দেশকে আরো ধ্বংস করে দেয়ার জন্য ভারতসহ এবং ভারতের বর্তমান অনুগত বাংলাদেশে যে তথাকথিত সরকার আছে তাদের একটা গভীর ষড়যন্ত্র।জনগণ এটাকে কোন নির্বাচন মনে করে না। আপনি যদি একজন রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেন সেটাকে খেলা এবং তামাশার কথা বলবে। নির্বাচনে ভোট দিতে যাওয়ার বিষয় তো আসেই না বরং এই নির্বাচনকে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি । জাতি প্রত্যাখ্যান করেছে। আমরা মনে করি, এদেশের মানুষও এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না, ভোট দেবে না।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

অপশনলেস ভোট কোন ভোট না : রুমিন ফারহানা

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামিক শাসনতন্ত্র আন্দোলনসহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। সেই সাথে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলনসহ, ৭ তারিখের নির্বাচন বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। অন্যদিকে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ নিবন্ধিত ৪৪টি দলের মধ্যে ২৭টিই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকাও নিয়েছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর সাথে সাক্ষাৎকারে গত ১৭ ডিসেম্বর বলেছেন, হরতাল, অবরোধ মোকাবেলা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সরকারের কাছে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এর মাঝেই আন্দোলনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনায় ট্রেনে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। এজন্য সরকার ও আন্দোলনরত দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। এদিকে, নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনাও বেড়েই চলেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের একটি বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কি না এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের ভূমিকা নিয়েও চলছে নানামুখী আলোচনা। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন দেশের আন্দোলনপন্থী ও নির্বাচনপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ? এ নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন গোলাম সামদানী।

সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেশে ও গণতান্ত্রিক বিশ্বে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে ? যদি গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মনে করেন, তাহলে কী কারণে হবে না ? প্রধান তিনটি কারণ বলুন।

রুমিন ফারহানা : আমি শুরুতে একটা বিষয় স্পষ্ট করি আগামী ৭ জানুয়ারি যে নাটকটি হতে যাচ্ছে, সেটিকে আমি কোনভাবেই নির্বাচন বলতে রাজি নয়। নির্বাচন আমি এটিকে বলবো না এই কারণে, যে অলরেডি বাংলাদেশের ১৮

কোটি মানুষ জানে সরকার কারা গঠন করবে? কোন দল গঠন করবে? কে প্রধানমন্ত্রী হবেন ? বাংলাদেশের মানুষের মোটামুটি ধারণা আছে, বিরোধী দলে কারা যাবেন। এমনকি বিরোধী দলের কোন কোন সদস্য পার্লামেন্টে গিয়ে সংসদ সদস্য হিসেবে বসবে। সেই ব্যাপারেও মানুষের এক ধরনের ধারণা আছে। সুতরাং অলরেডি প্রি ডিটারমিইন যে নির্বাচন, যেটা আগেই স্থির হয়ে গেছে ফলাফল। সুতরাং সেটাকে আসলে নির্বাচন বলার কোন কারণ নেই। এটা সিলেকশন হতে পারে, এটা রিনিউয়াল অফ পাওয়ার হতে পারে। কিন্তু এটাকে কোনভাবেই নির্বাচন বলার কারণ নেই। দ্বিতীয়, যে কারণ সেটি হচ্ছে যে মানুষের হাতে বেছে নেবার কোন অপশন এখানে রাখা হয়নি। আপনি যাকেই ভোট দেন, আপনি দিনের শেষে আসলে নৌকাকেই ভোট দিচ্ছেন। কারণ যারা নৌকার মনোনীত প্রার্থী তারা নৌকার, যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী তারাও নৌকার, যারা জোটের প্রার্থী তারাও নৌকার, যারা জাতীয় পার্টির তারাও প্রধানমন্ত্রীর আর্শিবাদ নিয়ে নির্বাচনে নেমেছেন। সুতরাং তারাও সত্যিকার অর্থে সরকারি দলকে কোনভাবেই চ্যালেঞ্জ করছেন না। সুতরাং এখানে যে দলগুরো নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন তারা মূলত সরকারের একটি ক্রেডিবল দেয়ার চেষ্টা থেকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন। তারা মোটামোটি স্টাবলিশমেন্টকে সাহায্যে করতে গিয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। সুতরা এখানে আসলে বেছে নেয়ার কোন সুযোগ ভোটাররা পাচ্ছে না। সেই কারণে এটা কোন নির্বাচন না।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে যে, একটা আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগের যে পরিমাণ সহিংসতা ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করেছি, প্রধানমন্ত্রীর বরিশালের সমাবেশের দিনও আওয়ামী লীগের তরফের একজন কর্মী মারা গেছে। এই নির্বাচন আসলে নির্বাচন কমিশন আগামী ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের নাটকটি করতে পারবে কি না সেটা নিয়েও আমাদের সন্দেহ আছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি গ্রহণযোগ্য হতো ?

রুমিন ফারহানা : এটা আমরা মনে করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইতিহাস কী বলে ? বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১১টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে। তার মধ্যে চারটা নির্বাচন মোটা দাগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এই চারটা মাত্র নির্বাচনে আমরা ক্ষমতার পরিবর্তন হতে দেখেছি। সেই চারটা নির্বাচন হলো ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের প্রত্যেকটা নির্বচানই হয়েছে নিদলীয় সরকারের অধীনে। সুতরাং বাংলদেশের রাজনীতির যে সংস্কৃতি, রাজনীতির যে পরিবেশ, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে আস্থা-অনাস্থার সম্পর্ক তাতে খুব স্পষ্ট দলীয় সরকারের অধীনে বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য ?

রুমিন ফারহানা : একেবারেই অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার কোন কারণ আমি দেখি না। এটাকে একটা ফ্লেবার দেবার জন্য, নির্বাচন নির্বাচন একটা ভাব আনার জন্য, সরকার যেটা করেছে, তার নিজ দলকে কয়েকভাবে ভাগ করে ফেলেছে। তার নিজ দলের মধ্যে আমরা যে হানাহানি লক্ষ্য করেছি, সহিংসতা লক্ষ্য করেছি। তাতে এই দলটি আগামীতে সংগঠন হিসাবে আর দাড়ানোর আর কোন সুযোগ আওয়ামী লীগের দলীয় প্রধান রাখছেন না। তিনি বলেন, আমি এ ব্যাপারে একটু মনে করিয়ে দেই আওয়ামী লীগের যে গঠনতন্ত্র রয়েছে তার ৪৭ এর (ঠ) সেখানে পরিষ্কার বলা আছে, কোন জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে কেউ যদি স্বতন্ত্র বা বিদ্রোহী প্রার্থী হয় তাকে তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কার করতে হবে। কোন নেতাকর্মী যদি স্বতন্ত্র বা বিদ্রোহী প্রার্থীর সাহায্যে কাজ করে তাহলে তদন্ত সাপেক্ষে তাকেও বহিষ্কার করতে হবে। এই ৪৭ এর (ঠ) গঠনতন্ত্রে বহাল রেখে তারা কি করে পুরোপুরি উল্টা কাজ করছে ? এটাও একটা প্রশ্ন। তারা এখন নিজের দলের গঠনতন্ত্রও পানিতে ফেলে দিয়েছে, আরেকবার ক্ষমতায় আসতে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা কীভাবে মূল্যায়ন করেন ?

রুমিন ফারহানা : দেখুন, আমরা তো কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ না। আমরা গ্লোবাল ভিলেজে বাস করি। পৃথিবীর যে দেশগুলো গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে ভোটের অধিকারে বিশ্বাস করে, মানুষের নিজের প্রতিনিধি নিজে বেছে নেয়ার শক্তিতে বিশ্বাস করে, যারা মানবাধিকারে বিশ্বাস করে, বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। সেই দেশগুলো বাংলাদেশের সাধারণ মানুষগুলো যা চাই সেই ভাষায় কথা বলছে। সাধারণ মানুষ চায় সংবিধান তাকে যে ক্ষমতা দিয়েছে, দেশের মালিকানা দিয়েছে, সেই মালিকানার ক্ষমতাটা প্রযোগ করতে। সাধারণ মানুষ চায় নিজের প্রতিনিধি, নিজের এমপি নিজে নির্বাচন করতে। এই কথাগুলোই কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব বলে আসছে। শুধু বলেই আসছে তা নয়, ইতিমধ্যে তারা ভিসা নীতি দিয়েছে। আপনারা দেখেছেন টার্গেটেড স্যাংশন দিয়েছে, তারা ডেমোক্রেটিক সামিটে বাংলাদেশকে দাওয়াত করেনি। সার্বিক পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে সম্ভবত নির্বাচনের পরে বড় ধরনের একটা স্যাংশন আসতে যাচ্ছে বাংলাদেশের ওপর। যেটা বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে আত্মঘাতি হবে। বর্তমানে অর্থনীতির ওপর যদি নিষেধাজ্ঞা আসে, তাহলে দেশের অর্থনীতি বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অর্থনীতির ওপর যদি বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আসে তাহলে সেই ধাক্কা বাংলাদেশ নিতে পারবে না, বলে আমি মনে করি। আর এই নিষেধাজ্ঞা আসলে তার জন্য এককভাবে দায়ি থাকবে এই সরকারের ক্ষমতার লোভ।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আগামী ৭ জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

রুমিন ফারহানা : ভারতের ব্যাপারে আমি একটা কথাই বলবো, সেটা হচ্ছে প্রতিবেশী কিন্তু পরিবর্তন করা যায় না। আমাদের যেমন ভারতকে পাশে নিয়েই চলতে হবে, ভারতকেও বাংলাদেশকে নিয়েই চলতে হবে। সুতরাং ভারত যদি মনে করে তার সব ডিম এক ঝুড়িতে রাখে সেটা লং রানে ভারতের জন্য খুব সুখকর কিছু হবে না। দ্বিতীয়ত, ভারতের পাশে পাকিস্তান, এই কথার অর্থ বলতে আমি বুঝাচ্ছি, বৈরি জনগোষ্টি পাশে নিয়ে ভারতের জন্য শান্তিতে থাকার কোন কারণ আমি দেখছি না। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মাঝে এন্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট প্রবল হয়ে উঠছে। মানুষ মনে করছে সরকারের যত অপকর্মের দায়ভার তা ভারতের ওপরও বর্তায়। কারণ ভারত এই সরকারকে টিকিয়ে রেখেছে। এটা সাধারণ মানুষের ভারনা। সেখান থেকে তারা সরকারের সমস্ত ভুল ত্রুটির দায়ভার ভারতকে দিচ্ছে। এই দায়ভার ভারত নিবে কিনা, আসলে কতটা নিবে? এই বিবেচনাও ভারতকে করতে হবে। আমি গত পরশু বা তার আগের দিন টেলিগ্রাফে একটা সম্পাদকীয় দেখেছি, সেখানে তারা বলছে যে, ভারতের উচিত বাংলাদেশ সরকারে ব্যাপারে একটা রেডলাইন নিয়ে আসা। মানে যথেষ্ট হয়েছে এবার একটু বোধ হয় ভারতকে চিন্তা করা দরকার। আমিও বলবো ভারত একটি বৃহত্তর গণতান্ত্রিক দেশ এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণা যদি হতে থাকে সরকারকে টিকিয়ে রেখেছে ভারত এবং সকল অপকর্মের সহযোগীতা করছে সেটা ভারতের জন্য লং রানে ভালো হবে না। ভারতের উচিত বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক করা বিশেষ কোন দল বা মতের সাথে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, নাকি পূর্ণমেয়াদ?

রুমিন ফারহানা: আমি যখন আপনার সাথে কথা বলছি তখন বাংলাদেশে ১ জানুয়ারি। আমাদের হাতে এখনো সাত দিন আছে নির্বাচনের। এই সাত দিনে কি হয় দেখা যাক। অদৌ তারা এই নাটকটি তারা করতে পারবে কিনা ? একটা বড় প্রশ্ন। দুই হচ্ছে, নাটকটির পরে যে সহিংসতা নিজ দলের ভেতর হবে, সেটা আওয়ামী লীগকে কোন দিকে নিয়ে যায়, সরকারকে কোন দিকে নিয়ে যায়, সেটাও একটা ব্যাপার। অন্যদিকে অবশ্যম্ভাবী পরিনতি যেটা হবে, স্বতন্ত্ররা আঙ্গুল তুলবে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, মনোনীত হয়েছেন তাদের দিকে, যে কারচুপি করেছে। আবার যারা মনোনীত তারা আঙ্গুল তুলবে স্বতন্ত্রদের বিরুদ্ধে, যে তারা কারচুপি করে ভোট চুরি করে নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে আওয়ামী লীগের ভেতরই পরস্পর পরস্পরকে ভোটচোর বলে দোষারোপ করবে। সেটাকে আওয়ামী লীগ কতটা সামাল দিতে পারে, সেটাও দেখার বিষয়।

ভয়েস অফ আমেরিকা: আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

রুমিন ফারহানা: প্রশ্নই উঠে না। আমার সামনে কোন অপশন রাখা হয় নাই। ভোট দিতে যাওয়া মানেই হলো আপনি যাকেই ভোট দেন আপনি এক দলকে ভোট দিচ্ছেন, একই গোষ্ঠীকে ভোট দিচ্ছেন। এটার কোন অপশন নেই। সুতরাং অপশনলেস ভোট কোন ভোট না।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের আর সুযোগই নাই : রকিবুল হাসান

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামী আন্দোলনসহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী এই দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দু'টি দলের একটি, বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কি না এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা তা নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আতিকুল ইসলাম।

সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও স্বাধীনতা পুরষ্কার প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ক্রিকেটার রকিবুল হাসান।

ভয়েস অফ আমেরিকা : স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মনোয়ন বৈধ হবার জন্য ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষর জমা দেয়ার যে বিধান আছে তা কতটা যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায্য ?

রকিবুল হাসান : এটার একটাই কারণ আমি মনে করি। আমরা তো ওইরকম না। এটা বলতে দ্বিধা নাই, আমিও এ দেশের নাগরিক, আমরা সভ্য দেশের মতো না। দেখা গেলো যে স্বতন্ত্র ৫০০ নমিনেশন ফাইল করেছে। তখন আপনি কি করবেন। ১০০ নমিনেশন ফাইল হয়েছে। আপনি কেন? বিদেশ থেকে লোক এনেই আপনি ইলেকশন করতে পারবেন না। আপনি ওগুলো বাছাই করবেন না তফসিল অনুযায়ী কাজ করবেন। 'দেয়ার ইজ সাম চেকস এন্ড ব্যালেন্সেস। যাতে স্বতন্ত্র আসুক বাট কোয়ালিটি আসুক গ্রহণযোগ্যতা আছে যার এলাকায় সেটা প্রমাণ করে আসুক।

ভয়েস অফ আমেরিকাঃ এই নির্বাচনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু হতো?

রকিবুল হাসান : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের আর সুযোগই নাই। যখন সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশের সেটাকে বাদ করে দিয়েছে, যদিও অবজার্ভেশনে লিখেছিলো, যদি সংসদ মনে করে তাহলে তারা চাইলে আরো দুটি টার্ম করতে পারে। কিন্তু সংসদ মনে করে নাই। যেহেতু মনে করে নাই তারা রায়টাকে গ্রহণ করেছে। এখন এটা একটি ডেড ইস্যু। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অতীতের অভিজ্ঞতা খুব তিক্ত আমাদের। ইয়াজউদ্দিন সাহেবও এটার সুবিধা নিয়েছে। আমি মনে করি ওই জায়গায় আসতে হবে রাজনীতিবিদদের। যারা রাজনীতি করবেন, দল করবেন বিশ্বাসটাকে আনতে হবে। নির্বাচন কমিশন যদি যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন হয় এবং এখন যথেষ্ট ক্ষমতা আছে তাদের। তারা যদি সেটা ঠিকমতো ব্যবহার করে। খুটি ধরে থাকে স্ট্রংলি। কারণ প্রশাসন তার আন্ডারে থাকে, তাহলে দেখবেন, যে দল সরকারে থাকে তারা তো শুধু রুটিন কাজ করে, তার আন্ডারেও নির্বাচন করতে বিতর্কিত হবে না।

ভয়েস অফ আমেরিকাঃ বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

রকিবুল হাসান: এটা তো বলার অপেক্ষা রাখেনা। বিএনপি একটি বড় দল। এবং তাদের কর্মী সমর্থন অনেক আছে। যদি তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে আমি মনে করি তাদের নির্বাচনে আসা উচিত ছিলো। আমি আমার নিরপেক্ষ বিচারে বুঝি, এবার যদি নির্বাচন করতো বিএনপি তাহলে অনেক সিট পেতো। তাদের ছাড়া যে নির্বাচনটা হচ্ছে, তারা আবার অন্য পন্থা নিচ্ছে ভোটারের কাছে লিফলেট দিচ্ছে অংশগ্রহণ করবেননা। ভোট দেয়ার অধিকার আমার আছে। আমাকে আপনি বাধ্য করতে পারবেন না। বলতে পারেন এটা কি বাধ্য করা হচ্ছে? কাগজটা দেয়া ইনফ্লুয়েন্স করা একটা বাধ্যবাধকতা। তাকে একটা অবলিগেশনে ফালানো। এটার কোন প্রয়োজন ছিল না। অংশগ্রহণ হচ্ছে। বিএনপি নাই, একটা বড় দল নাই। বিএনপি থাকলে এটা পূর্ণাঙ্গতা পেতো। গ্রহণযোগ্যতা সব দল থাকলে যেভাবে পেতো সেটা পাবেন না। বাট এটা গ্রহণযোগ্যতা পাবে। গণতন্ত্রে ৫থেকে ১০শতাংশ ভোটও পড়ে ওটাই ডেমোক্রেসি। আর একটা কথা বলে রাখি সংবিধানে কোথাও নাই কত শতাংশ ভোট হলে সেটা জায়েজ হবে। ৫শতাংশ ভোটেও যদি কেউ মেজরিটি হয় দ্যাট ইজ লিগাল।

ভয়েস অফ আমেরিকাঃ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

রকিবুল হাসান: এটা ৫ বছর টিকবে।

ভয়েস অফ আমেরিকাঃ আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

রকিবুল হাসান: ইনশাআল্লাহ।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

ভোটকেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতির উপর নির্ভর করছে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা : মাহফুজা আক্তার কিরণ

আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামী আন্দোলনসহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী এই দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দু'টি দলের একটি, বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কি না এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা তা নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাথে। এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আতিকুল ইসলাম।

সাক্ষাৎকার : জাতীয় নারী ফুটবল দলের সংগঠক ও বাফুফে নারী ফুটবল কমিটির চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ

ভয়েস অফ আমেরিকা: স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মনোয়ন বৈধ হবার জন্য ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষর জমা দেয়ার যে বিধান আছে তা কতটা যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায্য ?

মাহফুজা আক্তার কিরণ : আমার মতে যুক্তিসঙ্গত এই জন্য যে, একজন যখন দলের মনোনয়ন পায় সে তো যোগ্য বলেই দলের মনোনয়ন পায়, আর স্বতন্ত্র যারা দাড়াবে (নির্বাচনে অংশ নেবে) তাদের স্বতন্ত্র হিসেবে কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা আছে, আদৌ সে যোগ্যতাসম্পন্ন কিনা এটার জন্য এটা ভ্যালিড, এটা ভেরিফাই করা। না হলে তো যে কেউ দাড়িয়ে যেতে পারবে, তাই না? এটা আসলে যৌক্তিক আমার মনে হয়।

ভয়েস অফ আমেরিকা : এই নির্বাচনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু হতো?

মাহফুজা আক্তার কিরণ : না আমি এটা বিশ্বাস করি না। কারণ হচ্ছে এই সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে সেটাও সুষ্ঠু হবে নিরপেক্ষ হবে। তত্ত্বাবধায়কের আন্ডারে নির্বাচন হলেই যে সেটা সুষ্ঠু হবে সেটা আমি বিশ্বাস করি না। কারণ আওয়ামী সরকার যথেষ্ট স্বচ্ছতার সাথে কিন্তু তারা নির্বাচন করে যাচ্ছে এবং করছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য ?

মাহফুজা আক্তার কিরণ : দেখেন, বিএনপি ছাড়া কিন্ত অনেকগুলো দলই এখানে পার্টিসিপেট করেছে। বিএনপিকে কিন্তু পার্টিসিপেট করতে সেভারেল টাইম বলা হয়েছে। ডাকাও হয়েছে। কিন্তু তারা যদি না আসে। একটা দেশে অনেকগুলো

পলিটিক্যাল দল আছে, এখন একটা দল যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তার জন্য যে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে না এটা আমি বিশ্বাস করি না। আর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করবে ভোটারদের অংশগ্রহণের উপর। কত শতাংশ ভোটার আসলো সেটার উপর নির্ভর করবে। নির্বাচন ফেয়ার হবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত ভোটাররা ভালো ভাবে কেন্দ্রে যদি আসতে পারে। এখন বিএনপি যে কাজগুলো করছে ভোটারদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে, সেটা যদি হয় তাহলে তো সমস্যা। ভোটাররা যদি ভালভাবে কেন্দ্রে আসতে পারে তবে এ নির্বাচন অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। এবং নির্বাচন ফেয়ার হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে ? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ ?

মাহফুজা আক্তার কিরণ : পূর্ণ মেয়াদ।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

মাহফুজা আক্তার কিরণ : অবশ্যই যাবো।(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

৭ তারিখ আওয়ামী লীগের মরণ ঘণ্টা : রেজা কিবরিয়া

ভয়েস অফ আমেরিকা : বিএনপিকে ছাড়া নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য ?

রেজা কিবরিয়া : বিএনপিকে ছাড়া নির্বাচন একদমই গ্রহণযোগ্য না। বিএনপি ছাড়া কিসের নির্বাচন ? বিএনপির লোকজন সব জেলে। তাদেরকে ছাড়া কিসের নির্বাচন ? তারা এই মুহূর্তে সবচেয়ে জনপ্রিয় দল তাতে কোন সন্দেহ নেই মানুষের। একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ২০ পার্সেন্ট ভোট পাবে কি না সন্দেহ। ওরাও জানে ডিজিএফআই'র রিপোর্টে এটা বের হয়েছে। একটা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে ১৫ /২০ টা সিট রাখতে পারে কি না সন্দেহ। আওয়ামী লীগ যে ধরনের অপরাধ করেছে খুন, গুম, টাকা চুরি এগুলোর জন্য কমপক্ষে জেল নয়তো ফাঁসির মঞ্চে তাদের যেতে হবে। তারা সেটা জানে। সে কারণে তারা এই ধরনের নির্বাচন করছে।

ভয়েস অফ আমেরিকা : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হতো ?

রেজা কিবরিয়া : হ্যাঁ, কিছু সময় লাগবে প্রথমে সবকিছু ঠিক করার। প্রশাসন এবং পুরো ইলেকশনের যে অবকাঠামো এখানে বড় বড় পরিবর্তন দরকার। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দরকার এই কাজটা করার জন্য। এক মাস তিন মাসের কাজ না। এটা সময় লাগবে। প্রশাসনের অনেক রদবদল করতে হবে। পুলিশ, আর্মির মধ্যে অনেক চেঞ্জ করতে হবে। ২০১৮ সালে আমরা দেখেছি সেনাবাহিনী হাস্যকর ভূমিকা পালন করেছে। আবার তারা করবে সুতরাং এই ধরনের লোকজনকে সরিয়ে সংস্কারের পর একটা সুষ্ঠু নির্বাচন একদিন হতে পারে। এই মুহূর্তে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা কীভাবে মূল্যায়ন করেন ?

রেজা কিবরিয়া : আমরা এখনো পৃথিবীর অন্য দেশের উপরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাণিজ্য এবং রেমিটেন্সের দিক থেকে নির্ভরশীল। সুতরাং তাদের একটা প্রভাব তো পড়বেই। তাদের মতামতকে কিছুটা দাম দিতে হবে। শেখ হাসিনা যতই নালিশ করে না কেন। তার তো ইচ্ছা এবং তার ছেলের ইচ্ছা যুক্তরাষ্ট্র গিয়ে বসবাস করবে। কিন্তু এটা হয়তো হবে না। কারণ দেশ থেকে যারা লুট করে টাকা নিয়েছে তাদেরকে সেখানে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় না। এই জিনিসটা এতদিন পর উপলব্ধি করেছে আওয়ামী লীগ সরকার।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকা আপনি কিভাবে দেখেন ?

রেজা কিবরিয়া : আমি মনে করি ভারতের মিক্সড ভূমিকা। কিছু লোক ভারতের যারা এখনো আওয়ামী লীগের সাপোর্ট করে যাচ্ছে। কিছু লোক বুঝতে পারছে জনগণের বিরুদ্ধে গিয়ে ভারত বিদ্বেষ বাড়বে আরও এদেশে। তারা এই সরকারকে ঠিক সেভাবে সাপোর্ট দিচ্ছে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এই সংসদ কত দিন টিকতে পারে বলে মনে করেন?

রেজা কিবরিয়া : ৭ তারিখ আওয়ামী লীগের মরণ ঘণ্টা। হয়তো একদিন নয়তো তিন দিন এটা ধারণা করা কঠিন। কিন্তু তারা যে থাকবে না বেশিদিন এটা আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। কারণ জনগণ এটা সহ্য করবে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আগামী ৭ জানুয়ারি ভোট দিতে যাবেন ?

রেজা কিবরিয়া : না, এটা একটা প্রহসন, সাজানো নাটক। শেখ হাসিনার নাটকে অংশগ্রহণ করার কোন ইচ্ছা আমার নেই। কে জিতবে, কে হারবে উনি ঐ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। গণভবনে অনেক আগেই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ওখানে গিয়ে ভোট দেয়ার কোন মানে আছে ? (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

পাতানো নির্বাচনে সমর্থন দেয়ায় ভারতের সঙ্গে এদেশের মানুষের সম্পর্ক টিকবে না : কায়সার কামাল

ইউনিয়ন না বিশ্বের যতগুলো গণতন্ত্রকামী দেশ আছে যারা ডেমোক্রেটিক প্রসেসটা ধরে রেখেছে তারা সবাই বলছেন বাংলাদেশে গত ১০ বছরে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। সেই হত্যাকৃত ডেমোক্রেসি ফেরত আসুক। শুধু যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন নয় কানাডা, যুক্তরাজ্য অপরপার গণতন্ত্রকামী সকল দেশে চাচ্ছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোক। তারা তো শুধু বিদেশী রাষ্ট্র না, তারা উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে তারা গণতন্ত্র ধারণ করে লালন করে তাই তাদের ভূমিকা বাংলাদেশের মানুষ যা লালন করে, আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা ছাড়া প্রত্যেকের কাছেই ভালোভাবে গ্রহণযোগ্য।

ভয়েস অফ আমেরিকা : ৭ তারিখের নির্বাচন নিয়ে ভারতের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখেন ?

কায়সার কামাল : অত্যন্ত দুঃখজনক ভারত আমাদের কাছের বড় প্রতিবেশী, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান অস্বীকার্য। বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে ভারতের ভূমিকা লালন করে এবং ধারণ করে। এখন মনে হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে তাদের (ভারতের) বন্ধুত্ব নয়, স্পেসেপিক আওয়ামী লীগের সাথে তাদের বন্ধুত্ব। বাংলাদেশের মানুষের সাথে তাদের বন্ধুত্বটা থাকুক এটা হয়তো ভারত চাচ্ছে না। ভারত চাচ্ছে হয়তো শেখ হাসিনা অথবা তার দলের সাথে বন্ধুত্ব থাকুক। আজ বাংলাদেশের সকল মানুষ উন্মুখ হয়েছিল গণতন্ত্রের প্রতি ভারত সমর্থন দিক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য ২০১৪ সালে নির্বাচনে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং এসে ইলেকশনটা করিয়ে নিল। তেমনিভাবে ২০১৮ সালের ভারতের সহযোগিতায় নির্বাচন করিয়ে নিয়েছে। এবার তো বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়েছে এবং সমর্থনের ধরণটা কী বাংলাদেশের মানুষ বা বাংলাদেশের নির্বাচনে আমরা হস্তক্ষেপ করব না। বাংলাদেশের মানুষ যে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ কে চায় না তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় সেটা জেনেও তারা আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়েছে। যা এই দেশের মানুষ ভালোভাবে নিচ্ছে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে ? তিনমাস, ছ'মাস এক বছর, পূর্ণ মেয়াদ ?

কায়সার কামাল : ২০১৪ সালের নির্বাচনে ১৫৪ জন ব্যক্তি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়। ১৫৪ জন শপথ নিল তারপরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন এটা সংবিধান রক্ষা নির্বাচন কয়েকদিন মধ্যে আমরা পূর্ণাঙ্গ নির্বাচন করব। তখন ভারতের সহযোগিতায় বলেন আর যাই বলেন ১৪ থেকে আজ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় আছেন। যদি ডেমোক্র্যাটিকস ভেলুস... তাহলে এরকম একটি ফারসিকেলি ইলেকশন স্থায়িত্ব বেশিদিন হওয়ার কথা না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আগামী ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে আপনি ভোট দিতে যাবেন ?

কায়সার কামাল : দেশের একজন নাগরিক হয়ে বলতে পারি এখানে মানবাধিকার নেই, আইনের শাসন নেই। যে ইলেকশনটা হচ্ছে নাগরিক সমাজের জন্য প্রোপার কোন ইলেকশন হচ্ছে না। ইলেকশনটা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন এই ইলেকশনে ক্ষমতার নবায়নের জন্য কাজ করছে। দেশের বৃহত্তম সংগঠন বিএনপি অপরাপর যারা দেশের গণতন্ত্রের জন্য ভোটার অধিকারের জন্য লড়াই করছে তারা কেউ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না। দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা মনে করি সংবিধান আমাদের যে অধিকার দিয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে সেই অধিকারটা প্রয়োগ করতে পারবো না। ২০১৮ সালে আমি ভোট দিতে পারিনি। ২০১৪ সালে ১৫৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে ঐ নির্বাচনে ৫ পার্সেন্ট ভোট পড়ে নাই। সেজন্যে এবার আমি এবং আমার মত কোটি কোটি ভোটার ভোটদানে বিরত থাকবে। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

ঢাকায় লাঠি মিছিল, নির্বাচন বর্জনের আহ্বান বিএনপির

আগামী রবিবার (৭ জানুয়ারি) অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) সকালে রাজধানী ঢাকায় লাঠি মিছিল করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, বিএনপি। মিছিলে বিএনপি এবং এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। তারা নির্বাচন বর্জন এবং ৭ জানুয়ারি ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নির্বাচনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন নেতা-কর্মীরা। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে রিজভী বলেন, যে সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে অবৈধভাবে একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, "এই অবৈধ নির্বাচন দেশের মানুষ মেনে নেবে না। আমরা বিএনপি ও সমমনা বিরোধী দলের নেতা-কর্মীসহ জনগণকে ডামি নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানাচ্ছি।" রিজভী উল্লেখ করেন, বিএনপি সত্য, ন্যায়বিচার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং জনগণের ভোটাধিকারের পক্ষে। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন দল লুণ্ঠন, বিদেশে অর্থ পাচার এবং জনগণের অধিকার কেড়ে নেয়ার পক্ষে। "আমরা যারা ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়াই তাদের বিজয় অনিবার্য" উল্লেখ করেন রুহুল কবির রিজভী। বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতিবাদে শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) দেশব্যাপী মিছিল ও গণসংযোগ কর্মসূচি ঘোষণা দেয় বিএনপি। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

প্রধানমন্ত্রীর ৫ প্রতিদ্বন্দ্বীর সবাই বিজয়ী হওয়ার আশা রাখেন নির্বাচনে

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে পাঁচজন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এদের মধ্যে চারজন গোপালগঞ্জ-৩ আসনের ভোটার নন। ভোটার নয় এমন চার প্রার্থীর মধ্যে একজন মাদারীপুর সদর উপজেলার ভোটার, বাকি তিনজনের দুইজন গোপালগঞ্জ-২ আসনের এবং অপরজন গোপালগঞ্জ-১ আসনের ভোটার। গোপালগঞ্জ-৩ আসনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ নির্বাচনে ছয়জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করছেন। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শেখ হাসিনাসহ পাঁচজন প্রার্থী পাঁচটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থী হয়েছেন। অপরজন নিবন্ধিত দলের জোটের প্রার্থী। বর্তমানে ইসিতে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা ৪৪টি। গোপালগঞ্জ-৩ আসনে দলের প্রার্থীরা হলেন-বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) শেখ আবুল কালাম, জাকের পার্টির মাহবুব মোল্যা, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির (বিএসপি) এম নিজাম উদ্দিন লস্কর, এবং বাংলাদেশ কংগ্রেস থেকে মো. সাহিদুল ইসলাম (মিঠু)। অন্যদিকে, 'জনতার কথা বলে' দলটির ইসির নিবন্ধন না থাকলেও দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দা লিমা হাসান গণফ্রন্ট জোটের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। গণফ্রন্টের নিবন্ধন রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে নির্বাচনে অংশ নেওয়া পাঁচ প্রার্থীর প্রায় সবাই নির্বাচনী এলাকায় অপরিচিত। তাদেরকে চেনেন না এলাকার আওয়ামী লীগ নেতারাও। গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ভবেন্দনাথ বিশ্বাস। তিনি ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, "এসব প্রার্থীর আগে কখনো আমরা নামও শুনিনি, এলাকাবাসীও এদের কাউকে চেনে না।' তিনি আরও বলেন, "একজনের বাড়ি মাদারীপুর। আমাদের ভোটারদের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগও নেই। নির্বাচনে ন্যূনতম কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না।" প্রার্থীদের এলাকাবাসী না চেনা প্রসঙ্গে এনপিপি'র প্রার্থী শেখ আবুল কালাম ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "প্রার্থী হিসেবে আমাকে এলাকাবাসী চিনে না এটা ঠিক আছে। তবে আমরা চেষ্টা করছি ভোটারদেরকে চিনানোর জন্য।" তিনি আরও বলেন, "ন্যাশনাল পিপলস পার্টির সারাদেশে কমিটি আছে। তবে গোপালগঞ্জে ঐভাবে আমাদের কোন কমিটি না থাকায় আমাদেরকে চিনে না, এটা ঠিকই আছে। আমি স্বীকার করছি এলাকাবাসী আমাদের একটু কম চিনে। প্রধানমন্ত্রীর আসনে ৪৪ নিবন্ধিত দলের মধ্যে ৩৯টি দলের কোনো প্রার্থী নেই নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী নির্বাচনে অংশ নিতে ইসির নিবন্ধিত ৪৪টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এবং সংসদের প্রধান বিরোধীদল জাতীয় পার্টিসহ (জাপা) ২৭টি দল চূড়ান্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। অন্যদিকে, রাজপথের প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ ১৭টি রাজনৈতিক দল ভোট বর্জন করে তত্ত্বাবধায়ক/জাতীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আসনে পাঁচটি নিবন্ধিত দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, বাকি ৩৯টি দল এই আসনে কোন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়নি। ফলে আসনটিতে বড় কোনো দলের কিংবা শক্তিশালী কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী না থাকায় গোপালগঞ্জ-৩ আসনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচিত হওয়া নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী পাঁচ প্রার্থীর মধ্যে চারজন নিজেকে ছোটখাটো ব্যবসায়ী বলে দাবী করছেন এবং অপর প্রার্থী একজন গৃহিণী। ফলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো 'ভিভিআইপি প্রার্থী'র সঙ্গে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী পাঁচ প্রার্থীর প্রত্যেকেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা। কোটালীপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ভবেন্দনাথ বিশ্বাস ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যারা নির্বাচন করেছেন, তাদের কেউ জামানত নিয়ে ফেরত যেতে পারে নাই। ফলে এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। কাজেই যারা নির্বাচনে আসছে আমরা কাউকে নিরুৎসাহিত করব না। তারা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাবে, আমরা কোনো বাধা সৃষ্টি করব না। আমাদের দল কিছু বলবে না। তাদের নির্বাচন করার, ভোট চাওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। ভোটাররা নির্ধারণ করবে তারা কাকে ভোট দিবেন, আর কাকে দেবেন না।গোপালগঞ্জ-৩ আসনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী পাঁচ প্রার্থীর সবাই বিজয়ী হওয়ার বিষয়ে ভয়েস অফ আমেরিকার কাছে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। বিজয়ী হলে তারা এলাকার উন্নয়নে কাজ করবেন বলেও জানিয়েছেন। পাশাপাশি প্রায় সবাই বলেছেন নির্বাচন করতে গিয়ে তাদের কোন ধরনের ভয়ভীতি ও বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না।গোপালগঞ্জ-৩ আসনে বরাবরের মতো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন চারবারের প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা। তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা হলেন, জাকের পার্টির গোপালঞ্জ জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুব মোল্যা, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সদস্য এম নিজাম উদ্দিন লস্কর, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) শেখ আবুল কালাম, গণফ্রন্টের সৈয়দা লিমা হাসান ও বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী মো. সাহিদুল ইসলাম মিঠু।বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সদস্য এম নিজাম উদ্দিন লস্কর। এম নিজাম উদ্দিন লস্কর ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আমার কাছে ভালো লাগছে। আমার দলীয় প্রতীক একতারা। আমি জনগণের সঙ্গে যখন কথা বলছি সবাই আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আমি বিজয়ের বিষয়ে আশাবাদী এবং সাংবিধানিক ধারা রক্ষার্থে আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব। জয়ী হলে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করবো। নিজের পেশা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (সিজনাল ব্যবসায়ী)। এক সময় আমি টেইলাররিং ব্যবসা করতাম। এখন বয়স হয়ে গেছে এখন আর টেইলার্স ব্যবসা করি না। যখন যেটা পারি বিভিন্ন সময় মালামাল কিনে কিছুদিন রেখে দিয়ে পরে আবার বিক্রি করি।জাকের পার্টির গোপালঞ্জ জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি নিজেকে একজন বাইসাইকেলের পার্টস ব্যবসায়ী বলে দাবি করার পাশাপাশি নিজ বাড়িতে গরুর খামার রয়েছে বলেও জানান। মাহবুব মোল্যা ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, "প্রার্থী হওয়ার কারণে আমি কোন ধরনের ভয়ভীতির সম্মুখীন হচ্ছি না। আমার দলীয় প্রতীক গোলাপ ফুল। আমি আমার পার্টির কমান্ডে চলছি। পার্টি যখন যে সময় যা বলবে হুকুম দিবে আমি সেটা মেনে চলবো। কে আমাকে মারবে, কে বাঁচাবে সেটা আমি ভাবি না। পার্টি থাকতে বললে নির্বাচনে থাকব। পার্টি না করলে প্রত্যাহার করে নেব।"গণফ্রন্টের প্রার্থী সৈয়দা লিমা হাসান ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, "আমি মাছ মার্কা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছি। আমি পাস করলে এলাকার জনগণের পাশে থেকে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা মসজিদ করব। যাতে জনগণের সুবিধা হয়।" তিনি আরও বলেন, "আমি ৬/৭ বছর ধরে রাজনীতি করি। আগে জনতার কথা বলে এই দলের সঙ্গে ছিলাম। দলটির চেয়ারম্যান আমার স্বামী নাঈম হাসান।" নিজের পেশা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি কিছু করি না, আমি একজন গৃহিণী।"

সৈয়দা লিমা হাসানমাদারীপুর জেলার ভোটার। তার পিতার নাম সৈয়দ ছালাম মাতব্বর, গ্রাম, পূর্ব শ্রীনাথদী, উপজেলা ও জেলা মাদারীপুর সদর।এনপিপি'র প্রার্থী শেখ আবুল কালাম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা বলেন, "আমার দল আমাকে আম প্রতীকে নমিনেশন দিয়েছে। মূলত গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য আমার দল ন্যাশনাল পিপলস পার্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন করার।" তিনি আরও বলেন, "নির্বাচনই হচ্ছে একমাত্র সরকার পরিবর্তনের পথ। সরকার পরিবর্তনের অন্য কোনো পথ নেই। শুধু নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকার পরিবর্তন হয়। আমার দল সেটাই বিশ্বাস করে। সেই আলোকে আমরা বিগত দিনে প্রতিটি নির্বাচনে অংশ নিয়েছি।" নিজের পেশা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি মূলত রাজনীতি করি। পাশাপাশি আমার ভাইয়ের ঠিকাদারি ব্যবসা আছে। আমি ভাইয়ের সঙ্গে থেকে ব্যবসা দেখি। আমাদের একটা ১৮ দলীয় জোট রয়েছে। সেই জোটের নাম গণতন্ত্র বিকাশ মঞ্চ। সেই জোটের মূল দল হলো ন্যাশনাল পিপলস পার্টি। যেটি নিবন্ধিত দল। শেখ আবুল কালাম গোপালগঞ্জের জোয়াডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। তবে তিনি গোপালগঞ্জ পৌরসভার ভোটার। ঐ এলাকা গোপালগঞ্জ-২ আসনে পড়েছে।বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী মো. সাহিদুল ইসলাম। ভয়েস অফ আমেরিকাকে তিনি বলেন, "গোপালগঞ্জ-২ আসনের ভোটার হলেও আমি গোপালগঞ্জ-৩ আসনে নির্বাচনে ডাব প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছি।" নির্বাচনে কোনো ধরনের বাধা বিপত্তি আসছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি গোপালগঞ্জের ছেলে আমাকে কে ভয় দেখাবে? নির্বাচনে জয়ের বিষয়ে আশাবাদী না হলেও তিনি সম্মানজনক ভোট পাবেন বলেও জানিয়েছেন।" বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী মো. সাহিদুল ইসলাম মিঠু নিজেকে রড সিমেন্ট ব্যবসায়ী বলে ভয়েস অফ আমেরিকাকে জানান। তিনি বলেন, "গোপালগঞ্জ সদরে সুলতানশাহী কালাবাজারে আমার রড সিমেন্টর দোকান আছে।" আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ৪৪টি নিবন্ধিত দলের মধ্যে ২৭ টি দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ ১৭টি দল নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাকের পার্টির প্রার্থী মাহবুব মোল্যা ভয়েস অফ আমেরিকাকে জানান, তিনি গোপালগঞ্জ-১ আসনের মকসুদপুর উপজেলার প্রচারঘাটি ইউনিয়নের বাহিরবাগ গ্রামের বাসিন্দা এবং ভোটার। তবে তিনি প্রার্থী হয়েছি গোপালগঞ্জ-৩ আসন থেকে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

বিমসটেকের চতুর্থ মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব নিলেন ইন্দ্রমণি পান্ডে

বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশনের (বিমসটেক) মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব নিলেন ভারতের কূটনীতিক রাষ্ট্রদূত ইন্দ্রমণি পান্ডে। বিমসটেকের চতুর্থ মহাসচিব হিসেবে তিন বছরের জন্য দায়িত্ব নিলেন ইন্দ্রমণি পান্ডে। তিনি ভুটানের তেনজিন লেকফেলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) সকালে ঢাকায় পৌঁছলে তাকে অভ্যর্থনা জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (সার্ক ও বিমসটেক) আবদুল মোতালেব সরকার ও বিমসটেক সচিবালয়ের পরিচালকরা। দায়িত্ব নেয়ার পর, বিমসটেক সচিবালয়ের পরিচালক ও অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন নতুন মহাসচিব। এ সময় তিনি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণ ও দৃঢ় করতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবে রূপ দেয়ার অঙ্গীকার করেন। মহাসচিবের দায়িত্ব অর্পণের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি ধন্যবাদ জানান ইন্দ্রমণি পান্ডে। একই সঙ্গে তাদের অব্যাহত সমর্থন ও দিক নির্দেশনা প্রত্যাশা করেন। পেশাদার কূটনীতিক রাষ্ট্রদূত পান্ডে ১৯৯০ সালে ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগে যোগ দেন। বিমসটেক মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি জেনেভায় জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে, রাষ্ট্রদূত পান্ডে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ওমান সালতানাতে ভারতের রাষ্ট্রদূত; ফ্রান্সে ভারতের ডেপুটি অ্যাম্বাসেডর; চীনের গুয়াংজুতে ভারতের কনসাল জেনারেলসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

সরকার সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ : পররাষ্ট্র সচিব

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন জানিয়েছেন, সরকার সংবিধান অনুযায়ী জনগণের অংশগ্রহণে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়, বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে এ কথা জানান তিনি। তিনি বলেন, "কয়েকটি বিরোধী দল অসাংবিধানিক এক দফা দাবি করছে।" পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, "আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আস্থা ও প্রস্তুতি অনুযায়ী আসন্ন নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে বলে আমরা আশা করছি।" পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ জানান, সরকার নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে এবং আসন্ন নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। "অতীতের সামরিক, আধা-সামরিক এবং ছদ্ম-সামরিক শাসনামলে যে ধরনের নির্বাচনী জালিয়াতি হয়েছে, সে ধরনের ঘটনা রোধে বায়োমেট্রিক ভোটার আইডি এবং স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সসহ বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে" উল্লেখ করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এই উপমহাদেশের জনগণ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ইস্যুতে রাজনৈতিকভাবে অধিকতর সচেতন ও সম্পৃক্ত। পররাষ্ট্র সচিব বলেন, "ভোটার ও রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থকরা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত। এর ফলে নির্বাচনে তীব্র প্রতিযোগিতা হয় যা প্রায়ই সহিংস হয়ে ওঠে।" তিনি আরো বলেন, "বিশ্বের এই অংশে হতাহতের ঘটনা, এমনকি

মৃত্যুও একটি সাধারণ ঘটনা। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে হতাহতের ঘটনা বেশি ঘটে, যেখানে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা হয়।" মাসুদ বিন মোমেন বলেন, বাংলাদেশ একটি তরুণ জাতি এবং পশ্চিমা গণতন্ত্র এখনো এখানে পূর্ণরূপ ধারণ করতে পারেনি। তিনি বলেন, "সম্প্রতি পরিপক্ক পশ্চিমা গণতন্ত্রেও ফাটল দেখা যাচ্ছে। সুতরাং, এটি ক্রমবর্ধমানভাবে অনুভূত হচ্ছে, কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাই নিখুঁত নয় এবং সেই অর্থে কোনো গণতন্ত্র পরিপূর্ণ নয়।" "তবে জাতি হিসেবে আমরা গণতান্ত্রিক চর্চায় বৈশ্বিক মানদণ্ড অর্জনের চেষ্টা করছি। আমরা আমাদের প্রচেষ্টায় বিশ্বজুড়ে আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে সমর্থন চাই" বলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব। তিনি আশা প্রকাশ করেন, অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে সফল হবে, যা নিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গর্ববোধ করবে। পররাষ্ট্র সচিব বলেন, সরকার বিশ্বাস করে যে, সাংবিধানিক বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করা মানবাধিকারের রীতি-নীতি ও চর্চা প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

ঢাকার গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেসে আগুন, নিহত অন্তত ৪ জন

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গোপীবাগ এলাকায়, বেনাপোল এক্সপ্রেস নামের একটি ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। আগুনে ট্রেনটির অন্তত ৫টি বগি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। এসময় দগ্ধ হয়ে অন্তত চার যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে ট্রেনটিতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সংস্থাটির সাতটি ইউনিট আগুন নিয়ন্তণে কাজ শুরু করে। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ম্যানেজার মাসুদ সারোয়ার জানান, গোপীবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেসের ৫টি বগিতে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে। এতে পাঁচটি বগি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। তিনি আরো জানান, বগির ভেতরে থাকা লোজজনকে উদ্ধার করা যায়নি। ফায়ার সার্ভিস এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আগুন নেভানোর জন্য কাজ করছে। ঘটনাস্থলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী অবস্থান করছে। এখন পর্যন্ত চারজন নিহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করেছেন ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তালহা বিন জসীম। ফায়ার সার্ভিসের আরেক মিডিয়া কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম জানান, ট্রেনটির কয়েকটি বগিতে আগুন দেয় ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। খবর পেয়ে ৯টা ২৫ মিনিটে খিলগাঁও, পোস্তগোলা ও আশপাশের ফায়ার স্টেশন থেকে সাতটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করেছে।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশের প্রতি অ্যামনেস্টি: মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করুন

বাংলাদেশে আগামী ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি ১০ দফা মানবাধিকার প্রস্তাব উত্থাপন করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।
এই দশ দফার মধ্যে রয়েছে; মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, প্রতিবাদকে সুরক্ষা দেয়া, রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধান, গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে দায়মুক্তির অবসান ঘটানো এবং নারীর অধিকার রক্ষা।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনটি বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) তাদের ওয়েবসাইটে এ প্রস্তাব প্রকাশ করেছে।
এতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সব রাজনৈতিক দলের মূল পরিকল্পনায় মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
প্রস্তাবে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার রয়েছে। সে অঙ্গীকার অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য মানবাধিকার রক্ষার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আর, এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে প্রস্তাবে।
মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির মধ্যে রয়েছে; ইন্টারন্যাশনাল কভেন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (আইসিসিপিআর), ইন্টারন্যাশনাল কভেন্যান্ট অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস (আইসিইএসআর)।
একই সঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত মানবাধিকার-সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে অ্যামনেস্টি।
দশ দফা প্রস্তাবে আরো যা রয়েছে, সেগুলো হলো; ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা, মৃত্যুদণ্ড বিলোপ, জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ, হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে দায়মুক্তির অবসান ঘটানো এবং করপোরেট দায়বদ্ধতা ও শ্রম অধিকার সমুন্নত রাখা।
অ্যামনেস্টি প্রতিটি দফার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিদ্যমান পরিস্থিতির বিষয়ে কিছু সুপারিশ করেছে।
মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দফায়, সাইবার নিরাপত্তা আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) আইনে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
অ্যামনেস্টি অভিযুক্ত সকলের বিরুদ্ধে মামলা বাতিল করার দাবি জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও মানদণ্ড অনুযায়ী সাইবার নিরাপত্তা আইন সংশোধন এবং আইনের ২১, ২৫ ও ২৮ ধারা বাতিল করার আহবান জানিয়েছে। আর, মানহানি সংশ্লিষ্ট বিষয়কে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করে জেল-জরিমানার মতো বিধান রদ করার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

সাংবাদিকদের হয়রানি ও ভয় দেখাতে আইনের অপব্যবহার বন্ধ করার আহবান জানিয়েছে অ্যামনেস্টি। বলেছে, নাগরিকদের বিক্ষোভ মোকাবেলায় অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত শক্তির ব্যবহার থামাতে হবে। শান্তিপূর্ণ সমাবেশের সুরক্ষাসহ তা পালনে সহায়তার বাধ্যবাধকতা পূরণ করারও আহবান জানানো হয়েছে।

সংস্থাটি বলেছে, সব ধরনের গ্রেপ্তার যেন যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে হয়, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও মানদণ্ড অনুযায়ী করা হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে গ্রেপ্তারের কারণ ও আটক রাখার স্থান জানানো, গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে অবিলম্বে বিচারকের সামনে হাজির করা ও আইনি পরামর্শ পাওয়া নিশ্চিত করা এবং মুক্ত ও ন্যায়বিচারের অধিকার নিশ্চিত করা।

রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধান বিষয়ে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অধিকার রক্ষা করতে হবে।

এ বিষয়ে আরো বলা হয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে ওঠা নির্যাতনের অভিযোগ তদন্ত করা জরুরি। দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। আর, রোহিঙ্গা শিশুদের যথাসময়ে উপযুক্ত, মানসম্মত ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

অ্যামনেস্টি বলেছে, হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতনের ঘটনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত পরিচালনা করা বিশেষ প্রয়োজন। মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে অপরাধীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার আহবান জানানো হয় প্রস্তাবে।

করপোরেট দায়বদ্ধতা ও শ্রম অধিকার সমুন্নত রাখার আহ্বান জানিয়েছে অ্যামনেস্টি। সংস্থাটি বলেছে, বাংলাদেশে শ্রমিকরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশসহ নানা ক্ষেত্রে বাধার মুখে পড়েন।

গত অক্টোবরে ন্যূনতম মজুরির আন্দোলনে তিন শ্রমিকের মৃত্যুসহ নানা ঘটনা উল্লেখ করে কিছু সুপারিশ করেছে সংস্থাটি।

সুপারিশে বলা হয়েছে, শ্রমিকদের বিক্ষোভে সহিংস দমনপীড়ন বন্ধ করতে হবে। শ্রমিক নেতাসহ অন্য বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুর ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং অপরাধীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

এতে আরো বলা হয়, শ্রমিকরা যাতে সংগঠন করার স্বাধীনতার অধিকার চর্চা করতে পারেন, পোশাক কারখানার শ্রমিকরা যাতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত মজুরি পান, তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৫-০১-২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত পুলিশ বাহিনী, জানালেন আইজিপি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দায়িত্ব পালনের জন্য পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে এখন রয়েছে ঢাকা থেকে আমাদের সংবাদদাতা পাঠানো প্রতিবেদন :

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দায়িত্ব পালনের জন্য পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। আজ শুক্রবার দুপুরে কাকরাইলের উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৭ জানুয়ারির দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি এ কথা বলেন। আইজিপি বলেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য পুলিশ বাহিনী প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। সবাই মিলে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন উপহার দেওয়ার জন্য পুলিশ বাহিনী ইতোমধ্যে প্রস্তুত রয়েছে। প্রতিটি সদস্যকে আমরা ব্রিফ করেছি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে। আমরা সবার সহযোগিতায় প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন করেছি। আমরা সারা দেশের ৪২ হাজার ২৫টি ভোটকেন্দ্র নিরাপদ রাখতে কাজ করে যাব। তিনি বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নাশকতার চেষ্টা করলে এর ফল ভালো হবে না। আমরা তাৎক্ষণিক নাশকতাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব (স্বকণ্ঠে): সহিংসতা নাশকতা করার জন্য বেশ কিছু তথ্য তাদের পরিকল্পনার বিষয় আমরা পেয়েছি। এখন আমরা আশা করি তারা যত পরিকল্পনাই করুক আমরা এই নির্বাচনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সফলভাবে এই নির্বাচনকে অনুষ্ঠানের জন্য আমরা দায়িত্ব পালনের, জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান বলেছেন, নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত বিজিবি। শুক্রবার সকালে রাজধানীর মিরপুরে বিজিবি'র অস্থায়ী নির্বাচনী বেজ ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন (স্বকণ্ঠে): বিজিবি অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে গত ২৯শে ডিসেম্বর থেকে আমরা অন্যান্য গ্রাউন্ডে কাজ করছি এই জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষ্যে সারাদেশে আমাদের সারাদেশে আমাদের চূড়ান্তভাবে এখন পর্যন্ত ১,১৫৫ প্লাটুন আমরা মোতায়েন করেছি। এদিকে, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হক বলেছেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং ভোটকেন্দ্র ও ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ ভোটদানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সারা দেশে ৫ লাখ ১৭ হাজার ১৪৩ জন সদস্য মোতায়েন করেছে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। তবে, আগে থেকে রেলওয়ে ও কেপিআইভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তায় নিয়োজিত আনসার সদস্যরা আলাদাভাবে নিয়োজিত থাকবেন। শুক্রবার রাজধানীর

খিলগাঁওয়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। নির্বাচনের বাকি আর দুদিন। এর আগেই সারা দেশে নির্বাচনী অপরাধ দমনে মাঠে নেমেছেন ৬৫৩ জন। (রেডিও তেহরান:২০৩০ ঘ. ০৫.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

নির্বাচনের দিন বিএনপি-জামাতের নাশকতার আশঙ্কা ওবায়দুল কাদেরের

জানুয়ারি ভোটের দিন কোনো অপশক্তি যাতে হামলা ও সহিংসতা করতে না পারে, সে বিষয়ে দলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। সেই সঙ্গে ভোটদানে বাধা দিলে তা প্রতিহত করার ঘোষণাও দেন তিনি। শুক্রবার ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। এ সময় নির্বাচন কমিশন সর্বোচ্চ স্বাধীনভাবে কাজ করছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে দলটির মিডিয়া সেলের অফিসে ওবায়দুল কাদের বলেন, ৭ জানুয়ারি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেয়া হবে। আসন্ন ভোটে নৌকার পক্ষে অভূতপূর্ব জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিএনপির চলমান আন্দোলনের সমালোচনা করে ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করে বলেন, দলটি প্রকাশ্যে নির্বাচনে বাঁধা দিচ্ছে। এদিকে, বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর আবদুল মঈন খান বলেছেন, ৭ জানুয়ারি ভোটের ফল একজনের ইচ্ছায় নির্ধারিত হবে। শুক্রবার সকালে, গুলশানের নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি। মঈন খান অভিযোগ করে বলেন, সংবিধান লঙ্ঘন কোরে ভোটারদের নানাভাবে ভয়-ভীতি দেখানো হচ্ছে। এছাড়া, ভাতার কার্ড ও ভোটার আইডি কার্ড বাতিলের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। একতরফা প্রহসনের নির্বাচন দাবি করে, তা বর্জনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানায় বিএনপির এই শীর্ষ নেতা। অন্যদিকে নির্বাচন বর্জনের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করছে বিএনপি ও তাদের মিত্ররা।
(রেডিও তেহরান:২০৩০ ঘ. ০৫.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

ডয়চে ভেলে

প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ও আক্ষেপের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সত্তরের নির্বাচনের পথ ধরে একাত্তরে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। এরপর এদেশে এগারো বার জাতীয় নির্বাচন হয়েছে। কেমন ছিল সেগুলো ? কেমন হতে পারে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ? 'বর্তমান সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন'- এমন দাবি পেশ করে এবারের ভোট থেকে দূরে আছে বিএনপি ও তার 'সমমনা' দলগুলো। তাদের সঙ্গে যুগপৎ না হলেও প্রায় একই দাবিতে নির্বাচন বর্জন করেছে আরেক জোট সিপিবি-বাসদ নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক জোটও। ঘোষণা দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার ইতিহাস এ অঞ্চলে নতুন নয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মওলানা ভাসানী এমনটি করেছিলেন। ন্যাপ ভোটে না থাকায় আওয়ামী লীগ তখন নিরঙ্কুশ বিজয় পায়, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে গণরায় বলে মনে করে থাকেন বিশ্লেষকরা। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)-র উপদেষ্টা মনজুরুল আহসান খান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আওয়ামী লীগের বড় বিজয় নিশ্চিত করতেই ন্যাপ ভোট বর্জনের ঘোষণা দেয়, এমন একটি কথা প্রচলিত আছে। তবে ভাসানী সেভাবে ভোটকেন্দ্রিক রাজনীতিকও ছিলেন না।"

বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচনেও সুবিধা করতে পারেনি ভাসানীর ন্যাপ। বাংলাপিডিয়ার তথ্য মতে, ১৯৭৩ সালের সেই নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬৯ আসনে প্রার্থী দিয়ে কোথাও বিজয়ী হতে পারেনি তারা। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয় ২৯৩ আসনে। মোট ভোট পড়ে ৫৪ দশমিক ৯০ শতাংশ। নৌকার বড় বিজয় নিশ্চিত থাকলেও তখন কিছু আসনে আওয়ামী লীগ জালিয়াতি করেছিল- এমন দাবি করছেন মার্কসবাদী রাজনীতিক মনজুরুল আহসান খানের। তার মতে, "দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম নির্বাচন বলে তখন ভোটারদের মধ্যে বাড়তি আগ্রহ ছিল। সব মিলিয়ে নির্বাচন ছিল অংশগ্রহণমূলক।"

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ভোটারদের মধ্যে ভোট নিয়ে তেমন কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য দেখানোর জন্য তারা এবার কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে চাইছে।"

২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনতার ভোট পাওয়ার আগেই অবশ্য আওয়ামী লীগের সংসদে সরকারি দল হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। কারণ, বিএনপি জোটের বর্জনের মধ্যে সেবার ১৫৩ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ৫ জানুয়ারি ভোটগ্রহণ করা হয় ১৪৭ আসনে। সেখানে ভোট পড়ে ৪০ দশমিক শূণ্য চার শতাংশ। সেবার বিএনপি জোট ভোট বর্জনের পাশাপাশি তা ঠেকানোর জন্য হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচিতেও ছিল, যা সহিংসতার দিকেও গড়ায়। তবে মাঠের রাজনীতির সুফল তারা পায়নি তখন। বিএনপি জোটের এখনকার যে দাবি, নির্বাচনকালীন সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি সামনে রেখে আওয়ামী লীগ নির্বাচন বর্জন ও ভোট ঠেকানোর আন্দোলনে অনেকটাই সফল। আগের শতকের নব্বই দশকের মাঝভাগে তারা ১৭৩ দিন হরতাল করে। তবু তখনকার বিএনপি সরকার একতরফাভাবে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করে। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামীসহ বেশিরভাগ দল অংশ নেয়নি। ভোট দিতে গিয়েছিল

২৬ দশমিক পাঁচ শতাংশ ভোটার। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওয়েবসাইটে থাকা তথ্য মতে, সেই সংসদের মেয়াদ ছিল ১১ দিন। তখন আওয়ামী লীগের দাবি মেনে সংবিধানে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা যুক্ত করা হয়। সাংবিধানিক তদারক সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে বিএনপি বিদায় নেয়। তাদের অধীনে প্রথম একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের ১২ জুন। সেই সপ্তম সংসদের ভোটে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৬ আসন, বিএনপি ১১৬ আর জাপার আসন সংখ্যা ৩২। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে নিয়ে ২১ বছর পর ক্ষমতায় ফিরে আসে আওয়ামী লীগ। সেবার ভোট পড়েছিল ৭৪.৯৬ শতাংশ। দেশের ইতিহাসে সপ্তম সংসদীয় সরকারই প্রথম শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করে। সংবিধানসম্মতভাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হন সদ্য সাবেক হওয়া প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান। তার অধীনে ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ভোট পড়ে ৭৫ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এ নির্বাচনে বিএনপি ১৯৩টি আসনে জয়ী হয়। আওয়ামী লীগ পায় ৬২টি আসন। এ সময়ে ক্ষমতাসীন বিএনপির বিচারপতিদের বয়স বাড়ানোর উদ্যোগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা নিয়ে আওয়ামী লীগের সংশয় তৈরি হয়। তাদের অভিযোগ, পছন্দের বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করতেই বিএনপি এভাবে বয়স বৃদ্ধি করেছে। ফলে ২০০৭ সালে ২২ জানুয়ারি নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও আওয়ামী লীগের আন্দোলনের মুখে তা আর হতে পারেনি। ঘটে যায় এক-এগারোর ঘটনা। ক্ষমতায় আসে সেনা-সমর্থিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার, যার প্রধান হন ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। তারা জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে সময় নেন দুই বছর। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের সেই নির্বাচনে ভোট পড়ে ৮৬ দশমিক ২৯ শতাংশ। সেখানে আওয়ামী লীগের আসন ২৩০টি, আর বিএনপির ৩০টি । দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়ের পাশাপাশি পরবর্তী সংসদে কার্যত দুর্বল বিরোধী দল পাওয়া প্রায় নিশ্চিত। নির্বাচন বর্জন করে বিএনপিরও অতীত-সাফল্য আছে। আশির দশকে এরশাদ সরকারের অধীনে পরপর দুটি জাতীয় নির্বাচনে তারা অংশ নেয়নি। এর মধ্যে ১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকারি দল জাতীয় পার্টির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তখনকার রাষ্ট্রপতি এরশাদের দল জাপা জয়ী হয় ১৫৩টি আসনে, আওয়ামী লীগ পায় ৭৬টি আসন। বিরোধীদলীয় নেতা হন শেখ হাসিনা। তারা অবশ্য প্রথম থেকেই ভোট কারচুপির অভিযোগ সামনে আনে। বেশিদিন তারা সংসদে থাকেনি। ভোটে না গিয়ে সেবার 'আপোষহীন নেত্রী' হিসেবে পরিচিতি পান বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া ।

চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অবশ্য বিএনপির মতো আওয়ামী লীগও অংশ নেয়নি। ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চের সেই একতরফা ভোটে এরশাদের জাপা পায় ২৫১টি আসন। সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ)-এর আসন সংখ্যা ১৯। বিরোধীদলীয় নেতা হন আ. স. ম. আব্দুর রব। তবে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে থাকা রাজনীতিকরা রবের দলকে তখন 'গৃহপালিত বিরোধীদল' তকমা দেয়। তুমুল আন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকারের পতন হলে দুই বছর সাত মাসের মাথায় চতুর্থ সংসদেরও অবসান হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে থাকা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এতে ভোটগ্রহণ করা হয় ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। ভোট পড়ে ৫৫.৪৫ শতাংশ। বিএনপি পায় ১৪০টি আসন, আওয়ামী লীগ ৮৮, আর জাতীয় পার্টির আসন ৩৫। সরকার গঠন করে বিএনপি। সংসদ নেতা হন খালেদা জিয়া। বিরোধীদলীয় নেতা হন শেখ হাসিনা। তাদের যৌথ উদ্যোগে আবার সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যায় বাংলাদেশ। বাহাত্তরে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় নির্বাচনে এ ধরনের কোনো দল অংশ নিতে পারেনি। কিন্তু পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যে সরকার আসে, তারা আবার ধর্মের নামে যে রাজনীতি তার পৃষ্ঠপোষকতা দিতে থাকে। ১৯৭৭ সালে ধর্মভিত্তিক দল গঠনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া মুসলিম ও ডেমোক্র্যাটিক লীগ ২০টি আসন পায়। সামরিক শাসক জিয়ার সময়ের সেই ভোটে অংশ নিয়েছিল আওয়ামী লীগও। তবে শেখ হাসিনা তখনো দেশে ফিরতে পারেননি। তার অনুপস্থিতিতে দ্বিধাবিভক্ত দলের একাংশ আওয়ামী লীগ (মালেক) পায় ৩৯টি আসন আর অপর অংশ আওয়ামী লীগ (মিজান) জয়ী হয় দুটি আসনে। তখন বিএনপি পায় সর্বোচ্চ ২০৭টি আসন। বিএনপির আরেক আমল ২০০১ সালে তাদের জোটসঙ্গী হিসেবে প্রথমবারের মতো সরকারের সহযোগী হয় জামায়াতে ইসলামী। তাদের শীর্ষ দুই নেতা মন্ত্রীর পদও পান। এর আগে ১৯৯১ সালে অবশ্য সরাসরি সরকারে না গেলেও ১৮টি আসন পাওয়া জামায়াত বিএনপিকে সরকার গঠনে সহায়তা করে। ভোটেও তখন তারা পরোক্ষ সহযোগী ছিল। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু করে। এতে জামায়াতে ইসলামীর একাধিক শীর্ষনেতা দণ্ডিত হন। একাত্তরের ভূমিকার জন্য একে 'ক্রিমিনাল দল' আখ্যায়িত করে আদালত। আইনি কারণে তাদের নিবন্ধনও বাতিল করা হয়েছে । বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমানে সমান থাকলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীরা এখনো পিছিয়ে। ৩৩ শতাংশ নারী কোটার যে বাধ্যবাধ্যকতা- কোনো রাজনৈতিক দলই এখনো তা বাস্তবায়ন করেনি। এমপি হওয়ার দৌড়ে সরাসরি ভোটে প্রার্থী হিসেবে নারীর সংখ্যাও খুব বেশি নয়। এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনয়ন দিয়েছিল ২৪ জন নারীকে। জোটের হিসাব করতে গিয়ে এখান থেকেও কেউ বাদ পড়েছেন। কারো মনোনয়ন আবার বৈধতা পায়নি। দ্বাদশ সংসদের ৩০০ আসনে তাই নারীর সংখ্যা ২০ ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ খুব কম। এর সঙ্গে যুক্ত হবে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০

আসন। সেখানে আবার সরাসরি নির্বাচন হয় না। পরোক্ষ এই ভোটের প্রক্রিয়ার শুরু ১৯৭২ সালে। তখন অবশ্য সংরক্ষিত নারী আসন ছিল ১৫টি। আর সুযোগটা রাখা হয় ১০ বছরের জন্য। সেই সময় পার হওয়ার আগেই ১৯৭৮ সালে সামরিক ফরমানে সময় বেড়ে হয় ১৫ বছর. বেড়ে যায় আসনও- ১৫ থেকে ৩০। অষ্টম সংসদের সময় সংবিধানের সংশোধন করে নারী আসনসংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ৪৫। পরের সংসদে এসে ২০১১ সালে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা করা হয় ৫০ । এসব আসনে সরাসরি ভোট যেমন নেই, তেমনি কাজের বিষয়ও সুনির্দিষ্ট নয়। এটা এক ধরনের অসুবিধা- এ বিষয়ে একমত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর সাধারণ সম্পাদক শিরিন আখতার। ফেনী-১ আসনের বর্তমান এই সংসদ সদস্য ডয়চে ভেলেকে বলেন, "৩-৪টি সাধারণ আসন মিলিয়ে একটি সংরক্ষিত আসন। তাদের কাজ ও বাজেট স্পষ্ট নয়। এ কারণে নারীরা কীভাবে নিজেকে যুক্ত করবে, এটা বুঝার ক্ষেত্রে সংকট তৈরি হয়। আবার সেখানে সরাসরি নির্বাচিত পুরুষ এমপিও থাকেন, তাই সংরক্ষিত নারী আসনের এমপির কাজ করাটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার।" আওয়ামী লীগ জোট থেকে মনোনয়ন না পেয়ে এবার প্রার্থী না হওয়া শিরিন আখতার আরো বলেন, "স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যেখানে সরাসরি ভোটে নারীরা নির্বাচিত হচ্ছেন, সেখানে দীর্ঘদিনের দাবি থাকলেও সংসদের সংরক্ষিত আসনে এখনো হয়নি। তবে একটা সময় এটা হবে।"

দশম সংসদে জাতীয় পার্টি (জাপা) বিরোধীদলে ছিল। আবার তাদের কেউ কেউ ছিলেন মন্ত্রিসভার সদস্য। এ নিয়ে তখন সমালোচনা ছিল। একাদশ সংসদে এসে জাপা শুধুই বিরোধী দলে আছে। বিরোধীদলীয় নেতা হন রওশন এরশাদ। এবার তিনি জিএম কাদেরের সঙ্গে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে নির্বাচন থেকেই ছিটকে পড়েছেন। ফলে বর্তমান বিরোধীদলীয় নেতা আগামীতে আর একই পদে থাকছেন না এটা নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে জাপা প্রধান জিএম কাদেরের জন্য সুযোগ ছিল। কিন্তু নির্বাচনের মাঠ এবার অন্যরকম। আওয়ামী লীগ জাপাকে ২৬টি আসনে ছাড় দিলেও প্রায় সব জায়গায়ই নির্বাচন করছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। তাদের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগ নেতা। দলটির কেন্দ্র থেকেই যাদের স্বতন্ত্র, 'ডামি' বা 'বিদ্রোহী' বলা হচ্ছে। এই প্রার্থীদের কাছে শুধু লাঙ্গল নয়, নৌকার কিছু প্রার্থীও ধরাশায়ী হবে- এই আলোচনা ব্যাপকভাবেই রয়েছে দেশের রাজনীতির অঙ্গনে। তাই বিএনপিবিহীন নির্বাচনে এবার সরকারি দলের চেহারা আগাম স্পষ্ট হলেও বিরোধীদলের চেহারা কেমন হবে- তা শুধু ভোটের ফলাফল পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়ের পাশাপাশি পরবর্তী সংসদে কার্যত দুর্বল বিরোধীদল পাওয়া প্রায় নিশ্চিত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন শুরুর আগে এমন হয়েছে মাত্র একবার। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে তখনকার ক্ষমতাসীন দল বিএনপি পেয়েছিল ২৭৮টি আসন। বিপরীতে মাত্র একটি আসন পায় ফ্রিডম পার্টি। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পান ১০টি আসন। ফ্রিডম পার্টির হয়ে একমাত্র আসনটি জিতেছিলেন পরবর্তীতে (২০১৬) বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কর্নেল (অব.) খন্দকার আবদুর রশিদ। মাত্র ১ আসনে জয়ী দলের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদের প্রধান বিরোধী দলীয় নেতাও হন তিনি। বাকি ১১টির মধ্যে ১০টি আসনের ফলাফল 'অসমাপ্ত' থাকে ও আদালতের রায়ে একটি আসনের নির্বাচন স্থগিত করা হয়। বিতর্কিত নির্বাচনের পর বিএনপি সরকারের প্রথম সংসদ অধিবেশন শুরু হয় ১৯ মার্চ, মাত্র চার কার্যদিবস পরই (১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ) সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন, অর্থাৎ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চার মাসের মধ্যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৫.১.২৪ রিহাব)

ঈগল', 'ট্রাক' না সেই পুরোনো জাতীয় পার্টি ? কে হবেন বিরোধী দল ?

সবাই বলছেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একটি বিষয় নিশ্চিত, তা হলো, আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়। কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর কেউ শতভাগ দিতে পারছেন না, তা হলো, বিরোধী দলে কে থাকবে ? দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির বেশ কয়েকজন প্রার্থী সরে দাঁড়িয়েছেন। প্রশ্ন হল কেন ? জাতীয় পার্টির বেশ কয়েকজন নেতা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তাদের শীর্ষ নেতাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছেন না তারা। এর বাইরে নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে সংশয় আছে। আছে ভোটের মাঠে হুমকি-চাপের অভিযোগ। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ২৬ জন জাপা প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নির্বাচনে শুরুতে জাতীয় পার্টি ২৮৩টি আসনে প্রার্থী দেয়। এর মধ্যে ২৬টি আসনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা হয়। সে আসনগুলো ছেড়ে দেয় ক্ষমতাসীন দল। কিন্তু এই আসনগুলোর কয়েকটিতে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দাঁড়ান। অভিযোগ রয়েছে, তারা জাতীয় পার্টির প্রার্থীকে সহযোগিতা করছে না। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের স্ত্রী শেরীফা কাদেরের আসন ঢাকা-১৮। সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী এমএস তোফাজ্জল হোসেনের পক্ষে আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য কাজ করছেন বলে পত্রিকায় বক্তব্য দিয়েছেন শেরীফা কাদের। এছাড়া এই ২৬টি বাদে যেসব আসনে জাতীয় পার্টি প্রার্থী দিয়েছে, সেখানে সরকারি দলের নানা রকমের হুমকি ও চাপের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে বলে গণমাধ্যমের কাছে অভিযোগ করেছেন জাপা প্রার্থীরা। এছাড়া দলের শীর্ষ প্রার্থীদের উপরও অসন্তোষ দেখা গেছে। অনেকে মনে করছেন, ঠিকমত সমঝোতা হয়নি। এতে দল হিসেবে জাতীয় পার্টির ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়বে। এমন যখন অবস্থা তখন প্রশ্ন হলো, বিরোধী দলে কে যাবে ?

২০০৮ সালে জাতীয় পার্টি ২৭টি আসন পায়। মহাজোটের শরিক দল ছিল তারা। ২০১৪ সালে পায় ৩৪টি এবং ২০১৮ সালে ২৬টি। ২০১৪ সালে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো নির্বাচন বর্জন করায় জাতীয় পার্টি সরকারি দলের সঙ্গে

সমঝোতায় একইসঙ্গে সরকারে ও বিরোধী দলে অবস্থান করে। মন্ত্রির পদমর্যাদায় সরকারের উপদেষ্টা হন হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। তার স্ত্রী রওশন এরশাদ ছিলেন বিরোধী দলের নেত্রী। ২০১৮ সালেও তারা বিরোধী দলে যান। কিন্তু সেবার কেউ মন্ত্রিত্ব পাননি। এমন অবস্থায় ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তারা। দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ সমঝোতামূলক আসন পাননি। যারা পেয়েছেন সেখানে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তাদের চাপে রেখেছেন।

দেখা যাচ্ছে, আওয়ামী লীগের যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন, তারা হয়তো জাতীয় পার্টির চেয়ে বেশি আসন পেয়ে যেতে পারেন। যেমন, ১০৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী 'ঈগল' মার্কা নিয়ে নির্বাচন করছেন, ৭৩ জন করছেন 'ট্রাক' মার্কা নিয়ে। এসব মার্কায় রয়েছেন আওয়ামী লীগের হেভিওয়েট অনেক প্রার্থী। এদের মধ্যে অনেকে আওয়ামী লীগের বর্তমান ও সাবেক সংসদ সদস্য যেমন রয়েছেন, রয়েছেন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতা। ফলে যদি এই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংসদে বিরোধী দল হিসেবে দেখা যায়, তাহলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। এমনকি এই আলোচনা বেশ জোরেশোরেই চলছে। এতে আইনগতভাবেও কোন বাধা নেই। তবে একই দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের দিয়ে আওয়ামী লীগ বিরোধী দল গড়বে কি না তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে যেহেতু বহুদলীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থা চালু আছে, সেটি কায়েম রাখতেই হয়তো জাতীয় পার্টিকেই বিরোধী দলে রাখা হবে। এছাড়া কিংস পার্টি খ্যাত নতুন চারটি দলের প্রার্থীরাও আছেন। এমনকি কেউ কেউ বিরোধী মোর্চার কথাও বলছেন। সব মিলিয়ে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে যে বিষয়টি এখনো অনিশ্চিত তা হলো বিরোধী দল কে হবেন। ভোটের পরই বোঝা যাবে সেটি।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৫.১.২৪ রিহাব)

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নিয়ে ভাবনা, ভোটারদের নিয়ে নেই ?

জাতীয় নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব কি ভোটারের পাওয়া উচিত নয় ? স্বাভাবিক চিন্তায় অবশ্য সেটাই হওয়া উচিত। কিন্তু দেশে দেখছি নির্বাচন বিষয়ক আলোচনায় দুটো নাম : ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভোটাররা কোথায় ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি আরো নিষেধাজ্ঞা দেবে, আর ভারত কেন "শুধু আওয়ামী লীগে মজেছে" মনে করা হচ্ছে- সেই আলোচনায় আসার আগে গত কয়েকদিন ভোটারদের সঙ্গের আলাপ জানিয়ে দিই। ঢাকা শহরের নানা কোনায় গত কয়েকদিন কথা বলেছি বেশ কয়েকজন ভোটারের সঙ্গে। তাদের কেউ ঢাকার ভোটার, কেউ বা ঢাকার বাইরের ভোটার।

মোহাম্মদপুরে এক পোশাক কারখানার সামনে কথা হয় স্মৃতি রানী দাসের সঙ্গে। আড়াই বছর ধরে পোশাক শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন তিনি, বয়স ২৪ বছর। দেশের বাড়ি সিলেটে। ঢাকায় থাকেন স্বামী, সন্তান এবং শ্বশুর-শ্বাশুড়িসহ একসঙ্গে। তার স্বামীও পোশাক কর্মী। স্মৃতি মাসে বেতন পান ৮,৭০০ টাকা। এই বেতন কর্মীদের যে ন্যূনতম মজুরী ডিসেম্বর অবধি ছিল, সেই ৮ হাজার টাকার সামান্য বেশি। চলতি মাস থেকে পোশাক খাতের কর্মীদের ন্যূনতম মজুরী ১২,৫০০ টাকা চালু হওয়ার কথা। স্মৃতি আশা করছেন, চলতি মাস থেকে বেতন বাড়বে তার। তবে সেই বাড়তি বেতনেও তার নিত্যদিনের চাহিদা পূরণ হবে এমন আশা করছেন না তিনি। কারণ বেতন বাড়ার অনেক আগে থেকেই দ্রব্যমূল্য তরতরিয়ে বাড়ছে। "এক কেজি চালের দাম ষাট থেকে সত্তর টাকা, সবজির দাম বাড়তি, তেলের দাম বাড়তি - সবকিছুইতো বাড়তি। " সরকার নির্ধারিত মজুরিতে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়েছে স্মৃতি রানী দাসের মতো গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য। দুপুরের খাবার বিরতি থেকে ফেরার সময় কথা হচ্ছিল স্মৃতির সঙ্গে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজে ফেরার তাড়া তার। আবার কিছু কথা বলার আগ্রহও রয়েছে। তার সংসারের অবস্থা বোঝাতে গিয়ে বলেন, "পরিবারে তো অনেকে আছে। ১২,৫০০ টাকায় হয় না ফ্যামিলি চালানো। একটা সন্তানরে লেখাপড়া করাতে অনেক খরচ। ওর মা-বাবা আছে। তাদেরও চালাতে হয়।" স্মৃতি জানেন, কিছুদিন আগে পোশাক শ্রমিকরা সর্বনিম্ন মজুরী ২৩ হাজার টাকা করার দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ খরচ বৃদ্ধিসহ সবমিলিয়ে তাদের জীবন কঠিন হয়ে উঠেছে বলে এমন বেতনের দাবি তাদের। কিন্তু তাদের সেই দাবি পূরণ হয়নি। আপাতত তাই সরকার যা দেবে সেটা মেনে নিয়ে মানিয়ে চলা ছাড়া ভিন্ন কিছু দেখছেন না স্মৃতি। তিনি বলেন, "চলা না চলায় তো কিছু করার নেই। সরকার যেটা দিয়েছে সেটাই মেনে নিতে হবে।" বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮৫ শতাংশই আসে পোশাক খাত থেকে। কিন্তু সেই খাতের কর্মীদের চাহিদা অনুযায়ী বেতন বাড়ানোর বিষয়ে সরকারের অনীহা রয়েছে বলে মনে করেন এই খাতের অনেক কর্মী। মোহাম্মদপুরে আরো কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয়। তারা সবাই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কথাই বললেন সবার আগে।

আর সাত জানুয়ারির ভোট নিয়ে পেয়েছি মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ কেউ বললেন ভোট দিতে যাবেন, কেউ বললেন ভোট দেয়া বা না দেয়ায় কিছু যায় আসে না। একজন জানালেন বেঁচে থাকতে হলে, সমাজে মিশতে হলে ভোট দিতে না গিয়ে নাকি উপায় নেই! পোশাককর্মী জোহোরা অবশ্য দিলেন ভিন্ন আরেক তথ্য। তিনি বলেন, "নির্বাচনে আর কী করবো, এখন তো এই অফিস (তিনি যে পোশাক কারখানায় কাজ করেন) থেকে আজকে মাইকিং করে কইয়া দিছে যে ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি নিয়া আইসো। দিয়ে দেবো, ভোট এমনিতেই হয়ে যাবে।"

একজন পোশাক কর্মী তার কারখানায় ভোটার আইডি কার্ড জমা দিয়ে দিলেই তার ভোট হয়ে যাবে- এই তথ্য আগে শুনিনি। তবে নির্বাচন যত ঘনাচ্ছে ভোটকেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানো বা কমানো নিয়েও নানা কথা শোনা যাচ্ছে।

বিরোধী দলবিহীন কার্যত একতরফা নির্বাচনে ভোটার হার একটা ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। কোন যুক্তিতে এমন ভাবনা সেটা অবশ্য আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু আলোচনাটা রয়েছে।

ঢাকায় একটি হোটেলে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন দেশের দূতাবাস ও মিশনপ্রধান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের ভোটের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়েছেন সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল। সেখানে বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা জানতে চেয়েছেন যে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে সরকার বা নির্বাচন কমিশন থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে কি না। স্বাভাবিকভাবেই কমিশন এরকম চাপ দেয়া হচ্ছে না বলে জানিয়েছে। তবে গণমাধ্যম ইতোমধ্যেই জানাচ্ছে যে যারা বয়স্ক ভাতাসহ নানা ধরনের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন তাদেরকে ভোটকেন্দ্রে না গেলে সেসব সুবিধা বন্ধ করে দেয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হচ্ছে। এরকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া মানুষের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। পাশাপাশি নির্বাচনে অংশ নেয়া প্রার্থীদের কেউ কেউ ভোটারদের হুমকি দিচ্ছেন যে ভোটকেন্দ্রে না গেলে হাত-পা ভেঙে দেয়া হবে!

এদিকে, বিরোধী দল ভোটারদের প্রতি ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে লিফলেট বিতরণ করছে রাখঢাক বজায় রেখে। হঠাৎ তাদের কয়েকজনকে রাজপথে দেখা যায়। ২৮ অক্টোবর ঢাকায় বিএনপির মহাসমাবেশ পণ্ড হওয়ার পর দলটির ২৩ হাজারের বেশি নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দলটির অনেক শীর্ষ নেতাও রয়েছেন। অনেকে আবার পুরনো মামলায় দ্রুত সাজা পেয়েছেন। রাজপথে সহিংসতায় প্রাণ গেছে বেশ কয়েকজন কর্মীর, কয়েকজন মারা গেছেন কারাগারে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, গত কয়েক সপ্তাহে সরকারের যে পরিমান দমন-পীড়নের মুখে পড়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো, অতীতে স্বাধীন বাংলাদেশে কখনই এতটা ঘটেনি। নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি পূরণ না হওয়ায় এমন দমন-পীড়নের মুখে আগেভাগেই নির্বাচন বর্জন করেছে বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভোটে থাকা জাতীয় পার্টির একের পর এক প্রার্থীও নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন শেষ মুহূর্তে এসে।

বাংলাদেশে স্বাধীনতার ৫২ বছর পরও যে বিষয়টি তীব্রভাবে অনুপস্থিত তা হচ্ছে ভোটারের মন জয় করে তাকে ভোটকেন্দ্রে নেয়ার চেষ্টা, তার সামনে প্রকৃত অর্থে প্রতিনিধি বাছাইয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা। গত নির্বাচন নিয়ে মূল অভিযোগটা ছিল ভোটের আগের রাতে নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যালট বাক্স পূর্ণ করেছে ক্ষমতাসীনরা। ভোটের দিন অনেক ভোটার ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোটটা দিতে পারেননি বলেও অভিযোগ করেছেন। এবার বিএনপি না থাকার পরও সেই পরিস্থিতির শঙ্কা করেছেন কিছু ভোটার।

ঢাকার গাবতলী বাস স্টেশনে কয়েকজন ভোটারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি। তাদের একজন মোসাম্মৎ মরিয়ম আক্তার। বরগুনার বেতাগির ভোটার তিনি। জানালেন, ভোটার হলেও ভোট দিতে পারেননি গতবার। কারণ ভোট এমনিতেই হয়ে যায়। মরিয়মের মতো এই মত অনেকের। সাত জানুয়ারির নির্বাচনে ভোট দিলেও যে তেমন কোনো পরিবর্তন আসবে না, বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছেন তারাই ক্ষমতায় থেকে যাবেন সেটা নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। তারপরও ভোটকেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতি বাড়িয়ে ক্ষমতাসীনরা কী অর্জন করতে চায়, বা বিরোধী দল তাদের ভোটকেন্দ্রে না যেতে বলে কী বোঝাতে চায় বলা দুষ্কর। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঢাকায় যে আলোচনাটা সবচেয়ে বেশি দেখি সেটা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের ভূমিকা। আওয়ামী লীগের নানা পর্যায়ের নেতা-কর্মীরাসহ সংবাদমাধ্যমের একটা অংশ বোঝানোর চেষ্টা করে যে ''ভারত আওয়ামী লীগের পাশে রয়েছে''। ফলে তারা নির্বাচন নিয়ে যাই করুক সমস্যা হবে না। ভারত সরকারও মাঝে মাঝে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যা বলে সেটার ব্যাখ্যা বাংলাদেশের জনগণের সামনে এভাবেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত বেশ কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের দিকে জোর দিয়ে আসছে। এর ব্যতয় হলে আগাম ভিসা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণাও দিয়েছে দেশটি। ইতোমধ্যে সেই নিষেধাজ্ঞার আওতায় সরকার, বিরোধীদলসহ কয়েক ক্ষেত্রে প্রয়োগও করা হয়েছে। তবে, গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ পণ্ড হওয়ার পর থেকে বেশ নিরব ভূমিকায় চলে গেছে দেশটি। পশ্চিমা যেসব রাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকারের নাজুক পরিস্থিতি নিয়ে সরব ছিল, তারাও দৃশ্যত নিরব এখন। বাংলাদেশের মূলধারায় এখন পশ্চিমাদের এই নীরবতা এবং ভারতের ''আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থনের" কথাই বেশি চর্চিত হচ্ছে। সেখানে দেশের ভোটারদের চাওয়া-পাওয়ার কথা তেমন একটা শুনি না। অবস্থা এমন, দেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ ভোটারদের হাতে নয়, বরং ভারত কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চলে গেছে। তাদের কূটনৈতিক শক্তির খেলায় যে এগিয়ে থাকবে বাংলাদেশের শাসক তারাই ঠিক করবে! ভোটারের প্রকৃত ভোট এখানে গুরুত্বহীন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৫.১.২৪ রিহাব)

এনএইচকে

বৃষ্টির কারণে ভূমিধসের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে মধ্য জাপানের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকাগুলো

মধ্য জাপানের ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত এলাকাগুলো বৃষ্টির কারণে ভূমিধসের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে জাপানের হোকুরিকু অঞ্চল এবং নিইগাতা জেলার ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত এলাকার লোকজনকে ভূমিধসের জন্য সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হচ্ছে কারণ সপ্তাহান্তে বৃষ্টি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া কর্মকর্তারা বলছেন, জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে এবং ঢাল থেকে দূরে থাকতে হবে, কারণ সামান্য পরিমাণ বৃষ্টিও ভূমিধসের ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দেবে। তারা উল্লেখ করেন

যে পূর্ববর্তী ভূমিকম্পে কয়েকজন আশ্রয়গ্রহণকারী দুর্যোগ-সংক্রান্ত কারণে মারা গিয়েছিলেন এবং এই ধরনের মৃত্যু রোধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান তারা জানান। কর্মকর্তারা বলছেন যে শীতকালীন একটি চাপ বলয়ের কারণে রবিবার থেকে হোকুরিকু এবং নিইগাতা জেলায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। হাইপোথার্মিয়া বা শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত গতিতে হ্রাস পাওয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। কেউ অসুস্থ কিনা, সে ব্যাপারে পরস্পরের খোঁজখবর নেওয়া, যথাসম্ভব উষ্ণ থাকা এবং নিয়মিত পা নড়াচড়া করার জন্য সবাইকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৫.০১.২০২৪ এলিনা)

রেডিও টুডে

শেষ হলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা

শেষ হলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা। ভোটের বাকি আর মাত্র ২ দিন। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্ত সবখানেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আমেজ। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ছুটেছেন নির্বাচনে অংশ নেয়া প্রার্থীরা। চালিয়েছেন প্রচার-প্রচারণা। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণা শেষ হয়েছে আজ সকাল ৮ টায়। অর্থাৎ আজ সকাল ৮ টার পর থেকে কোন প্রার্থী মিছিল-মিটিংসহ কোন ধরনের নির্বাচনি প্রচারণা করতে পারবেন না। নির্বাচনি প্রচার শেষ হওয়ার একদিন পর ৭ জানুয়ারি সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ২৯৯ টি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

নির্বাচনকে ঘিরে কোন ধরনের নাশকতার চেষ্টা করা হলে ফল ভালো হবে না : আইজিপি

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে কোন ধরনের নাশকতার চেষ্টা করা হলে ফল ভালো হবে না বলে সতর্ক করেছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন। যে বা যারা নাশকতার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি। শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজে আয়োজিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। আইজিপি আরও বলেন, পরিস্থিতির অবনতির চেষ্টা করলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। জরুরী প্রয়োজনে নিকটস্থ থানা বা জাতীয় জরুরী সেবা ৯৯৯ এ যোগাযোগ করার কথাও বলেন তিনি। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

কমনওয়েলথ এর নির্বাচন পর্যবেক্ষক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন আওয়ামী লীগ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেখতে ঢাকায় অবস্থানরত কমনওয়েলথ এর নির্বাচন পর্যবেক্ষক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ। সকালে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানিয়ে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করার বিষয়ে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা। বৈঠকে ১৫ সদস্য কমনওয়েলথ এর নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের নেতৃত্ব দেন জ্যামাইকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ওয়েল ব্রুটস গ্লোরিন। অন্যদিকে, ১০ সদস্যের আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

আজ রাজধানীতে লাঠি মিছিল করেছে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা

সরকারের পদত্যাগ ও একতরফা নির্বাচন বাতিলের দাবি এবং জানুয়ারির ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে রাজধানীতে লাঠি মিছিল করেছেন বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। সকালে কাওরানবাজার এলাকায় এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ্য যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে রিজভী বলেন, আজকে দেশে দুটো ধারা বিদ্যমান একটি হচ্ছে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অন্যটি হচ্ছে পাচার ও লুটেরাদের পক্ষে।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

সরকার শুধু ডামি প্রার্থী ও দল নয় নির্বাচনে ডামি ভোটারও রেখেছেন : মঈন খান

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মঈন খান বলেছেন, সরকার শুধু ডামি প্রার্থী ও দল নয় নির্বাচনে ডামি ভোটারও রেখেছেন যা বাংলাদেশের জন্য লজ্জাজনক। সকালে গুলশানের নিজ বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির এই নেতা আরো বলেন, ৭ জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে দেশ-বিদেশে এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ভোটারদের বিভিন্নভাবে চাপ দেয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন মঈন খান।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

রাজশাহীতে দুটি ভোট কেন্দ্রে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

রাজশাহীতে দুটি ভোট কেন্দ্রে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এর মধ্যে বাঘা উপজেলায় একটি ও অপরটি বাঘামারা উপজেলায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোন খবর পাওয়া না গেলেও কেন্দ্রের আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। কে বা কারা এ কাজ করেছে এখনো পর্যন্ত তা জানতে পারেনি পুলিশ।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু শৈত্য প্রবাহ

দেশের উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু শৈত্য প্রবাহ। তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরমধ্যে শুক্রবার সকাল ৯টায় পঞ্চগড়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর তিন ঘণ্টা আগে অর্থাৎ ভোর ছটায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রচণ্ড শীতের কারণে এলাকার মানুষের কর্মব্যস্ততায় পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। এছাড়া দিনাজপুর ও কুড়িগ্রামের উপর দিয়েও মৃদু শৈত্য প্রবাহ প্রবাহিত হচ্ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য মতে, আজ দিনাজপুরে ১০ ও কুড়িগ্রামের রাজারহাটে ৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে এসে সারাদেশে বাড়ছে নির্বাচনী সংঘাত-সহিংসতা

নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে এসে সারাদেশে বাড়ছে সংঘাত-সহিংসতা। বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে মারামারি ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। আগুন দেয়া হয়েছে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে। শুক্রবার সকালে ফেনীর সোনাগাজী উপজেলায় একটি এবং বৃহস্পতিবার রাতে রাজশাহীর তিন উপজেলার চারটি ভোটকেন্দ্রে আগুন দেয়া হয়েছে। ফেনীতে আগুন দেয়া হয়েছে পেট্রোল ঢেলে আর রাজশাহী থেকে পেট্রোল বোমা উদ্ধারের কথা জানিয়েছে পুলিশ।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ.০৫.০১.২০২৪ আসাদ)

নির্বাচন ঘিরে বিএনপি'র পরিকল্পনা জেনে গেছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী : আইজিপি

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে বিএনপি'র পরিকল্পনা জেনে গেছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এমনটাই জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন। নির্বাচনের দিন তারা বিকট শব্দে কোন কিছুর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিল বলেও দাবি করেন তিনি। শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর কাকরাইলে নির্বাচনের নিরাপত্তা নিয়ে ব্রিফিংয়ে একথা বলেন পুলিশ মহাপরিদর্শক। নির্বাচনে নাশকতা করার চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ.০৫.০১.২০২৪ আসাদ)

নির্বাচনে ভোট দিতে কোন চ্যালেঞ্জ আছে কি না জানতে চেয়েছে কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দল

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে কোন চ্যালেঞ্জ আছে কি না জানতে চেয়েছে কমনওয়েলথ। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে ভোট শান্তিপূর্ণ করতে মাঠে সেনাবাহিনী, বিজিবিসহ পর্যাপ্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য রয়েছেন। শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ের ইসি ভবনের সভাকক্ষে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ।(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ.০৫.০১.২০২৪ আসাদ)

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হবে : ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ৭ জানুয়ারি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেয়া হবে। ভোট দিতে কেউ বাধা দিলে তাদের প্রতিহত করা হবে। শুক্রবার দুপুরে দলটির তেজগাঁও কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হবে। আর ভোটের ফলই বলে দেবে কারা বিরোধী দলে যাবে ? নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, নির্বাচনে যে বা যারাই বাধা দেবে যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিষেধাজ্ঞা দেবে বলেছিল। কিন্তু বিএনপি প্রকাশ্যে নির্বাচনে বাধা দিচ্ছে, হরতাল দিচ্ছে সেক্ষেত্রে কেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির বিরুদ্ধে ভিসা নীতি প্রয়োগ করছে না সেটা আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায়। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ.০৫.০১.২০২৪ আসাদ)

আগামী ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে সবাইকে ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি

আগামী ৭ জানুয়ারি সর্বজনীন ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি। দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান এই আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, একদলীয় বাকশালী সরকারের সময় ফুরিয়ে এসেছে। তাদের অন্যায় ও অবৈধ হুমকিকে পরোয়া করার আর কোনো কারণ নেই। ভোট বর্জনে মাধ্যমে একদলীয় শাসনের কবল থেকে দেশের মানুষ শিগগিরই মুক্তি পাবে এই প্রত্যাশা করেন তিনি। শুক্রবার সকালে বিএনপির স্থায়ী কমিটি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মঈন খান এই আহ্বান জানান। এ সময় তিনি আরো বলেন, আমাদের আহ্বান শুধুই নির্বাচন বর্জন অন্য যে কোন কিছুর দায় সরকারের। (রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ আসাদ)

৭ জানুয়ারি গণকারফিউ পালন করুন : ১২ দলীয় জোট

৭ জানুয়ারি দেশবাসীকে ঘর থেকে বের না হয়ে গণকারফিউ পালন করার আহ্বান জানিয়েছে ১২ দলীয় জোট। শুক্রবার দুপুরে প্রেসক্লাব ও পল্টন এলাকায় নির্বাচন বাতিল, শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও অসহযোগ আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে ১২ দলীয় জোটের সংযোগ ও পদযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নেতারা এই আহ্বান জানান। এ সময় জোটের মুখপাত্র বাংলাদেশ এলডিপির মহাসচিব শাহাদাত হোসেন সেলিম বলেন, আমরা জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা ঘর থেকে বের হবেন না, ভোট দিতে যাবেন না ইনশাআল্লাহ জনগণের গণকারফিউ শেখ হাসিনাকে পদত্যাগে বাধ্য করবে। (রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ আসাদ)

ভোটের দুদিন আগেই রাজধানীতে দেখা দিয়েছে গণপরিবহন সংকট

ভোটের দুদিন আগে থেকেই রাজধানীর রাস্তায় দেখা দিয়েছে গণপরিবহন সংকট। শুক্রবার সকাল থেকে রাজধানীর বেশিরভাগ সড়কগুলোতে গণপরিবহনের সংকট দেখা গেছে। এতে বিপাকে পড়েছেন অফিসগামী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। নির্বাচনে গণপরিবহন চলাচলে কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও বন্ধ থাকবে ট্যাক্সিক্যাব, পিকআপ, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচল। আর তিন দিন বন্ধ থাকবে মোটরসাইকেল চলাচল। তবে নির্বাচনের দুদিন আগেই গণপরিবহন সংকটে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।
(রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ আসাদ)

নির্বাচনকে ঘিরে যে কোন নাশকতা রোধে প্রস্তুত বিজিবি : বিজিবি মহাপরিচালক

নির্বাচনের নিরাপত্তায় প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ আনসার সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ. কে. এম. আমিনুল হক। শুক্রবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই তথ্য জানান। এদিকে, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনকে ঘিরে যেকোনো ধরনের নাশকতা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বিজিবি সদস্যরা প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন বাহিনীটির মহাপরিচালক এ. কে. এম. নাজমুল হাসান। শুক্রবার রাজধানীতে স্থাপিত বিভিন্ন নির্বাচনী বেজ ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে মিরপুর শহীদ নজরুল ইসলাম জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে এসব কথা বলেন তিনি। বিজিবি মহাপরিচালক বলেন নির্বাচন উপলক্ষে সারাদেশে ১,১৫৫ প্লাটুন ও ৪৮৭ টি নির্বাচনী বেজ ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি দিনরাত প্রায় সাতশ পেট্রোল টিম টহলে রয়েছে।
(রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ০৫.০১.২০২৩ আসাদ)

সোমবার মধ্যরাত পর্যন্ত মোটরসাইকেল চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে

আগামী ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে আজ শুক্রবার রাত বারোটা থেকে সোমবার মধ্যরাত পর্যন্ত মোটরসাইকেল চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোট গ্রহণের জন্য শনিবার রাত ১২ টা থেকে রোববার রাত ১২ টা পর্যন্ত ট্যাক্সিক্যাব, পিকআপ, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।(রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ আসাদ)

গাইবান্ধা-৫ আসনের ভোট গ্রহণ বন্ধের কোন সিদ্ধান্ত হয়নি : ইসি

গাইবান্ধা-৫ আসনে ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়নি বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন ইসি। শুক্রবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইসি এই তথ্য জানিয়েছে। এর আগে গাইবান্ধা-৫ আসনে নির্বাচন বন্ধের ঘোষণা করা হয়েছে বলে সন্ধ্যা থেকে বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। দেশের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলসহ টেলিভিশন চ্যানেলের স্ক্রলসহ গণমাধ্যমের অনলাইন ভার্সনে এমন খবর প্রকাশ করা হলেও নির্বাচন কমিশন আসলে ঐ আসলে ভোট বন্ধের কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। এদিকে, সংস্থাটি জানিয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণের জন্য ৪২ হাজার ২৪ ভোট কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৩ হাজার ১১৩ টি কেন্দ্রই ঝুঁকিপূর্ণ অর্থাৎ মোট ভোট কেন্দ্রের অর্ধেকের ও বেশি ভোট কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। শুক্রবার নির্বাচন কমিশন থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
(রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ আসাদ)

এই মুহূর্তে বিএনপি নেতাদের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি প্রয়োগ করা উচিত : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ভিসা নীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের কথায় ঠিক থাকে তাহলে বিএনপি নেতাদের উপর এই মুহূর্তে ভিসা নীতি প্রয়োগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় সিলেটে নিজ বাসভবনে মার্কিন পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এমন মন্তব্য করেন। এ সময় মোমেন জানান, নির্বাচন পর্যবেক্ষণের

জন্য ২২৭ জন পর্যবেক্ষক আসবেন। তবে মার্কিন পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা নির্বাচন নিয়ে কোন মন্তব্য করেনি। তারা তথ্য সংগ্রহ করছেন। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশের ৭ জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে এএনএফআরইএল

বাংলাদেশের ৭ জনুয়ারি অনুষ্ঠেয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে গভীর উদ্যোগ জানিয়েছে এশিয়া নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন, এএনএফআরইএল। এএনএফআরইএল বলেছে, তারা জোরালোভাবে বিশ্বাস করে এই নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘাটতি রয়েছে। এতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বৈধতার জন্য অত্যাবশ্যক গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ ও আন্তর্জাতিক নির্বাচনী মানদণ্ড অনুসৃত হচ্ছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সংস্থাটির মতে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া অংশগ্রহণমূলক না হওয়া এবং জবাবদিহির অভাবে এতে স্বচ্ছতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এর ফলে বিরোধীদের দমন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংকোচন, নিরপেক্ষ তথ্যে নাগরিকদের প্রবেশাধিকার সীমিত হওয়া এবং রাজনৈতিক সহিংসতা চলমান থাকার মত চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। এএনএফআরইএল হলো এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নাগরিক সংগঠনের নেটওয়ার্ক। ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই নেটওয়ার্ক এশিয়ার দেশগুলোতে নির্বাচন ও নির্বাচন মনিটরের উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

নৌকার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে : সেতুমন্ত্রী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে সারাদেশে নৌকার পক্ষে অভূতপূর্ব গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। আজ শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন। এর আগে সকালে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা প্রকাশ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষের কাছে নির্বাচন হলো উৎসব, গণতন্ত্রের উৎসব। এবারো তার ব্যতিক্রম হয়নি। বরং তীব্র শীত উপেক্ষা করে জনগণ নির্বাচনকে স্বাগত জানিয়ে প্রচার-প্রচারণায় অংশ নিয়েছে। নৌকার পক্ষে সারাদেশে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে।' তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত ২৮টি রাজনৈতিক দল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে এবং ২৯৯ আসনে মোট প্রার্থী আছেন ১ হাজার ৯৭০ জন, যার মধ্যে ৪৩৬ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী। অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে যাচ্ছে।' আওয়ামী লীগ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশি পর্যবেক্ষক দেখে উৎসাহবোধ করছে জানিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'ইতোমধ্যেই অনেক বিদেশি সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষক এসেছেন। তা দেখে আমরা উৎসাহিত। তারা একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সচক্ষে পর্যবেক্ষণ করবেন। আমরা আশা করবো অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তার সঠিক চিত্র তারা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবেন।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

ভোট দিতে চ্যালেঞ্জ আছে কি না জানতে চেয়েছে কমনওয়েলথ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে কোনো চ্যালেঞ্জ আছে কি না জানতে চেয়েছে কমনওয়েলথ। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, 'ভোট শান্তিপূর্ণ করতে মাঠে সেনাবাহিনী, বিজিবিসহ পর্যাপ্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য রয়েছেন।' শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন ভবনে কমনওয়েলথ এর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে করে ইসি। নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহসান হাবিব খান এতে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে কমনওয়েলথ এর পক্ষে ছয় সদস্যের একটি দল অংশ নেয়। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পক্ষে অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বলেন, 'কমনওয়েলথ এর ছয় সদস্যের প্রতিনিধির সঙ্গে আমরা বৈঠক করেছি। তাদের জানার কিছু বিষয় ছিল, তা আমরা জানিয়েছি। ভোটের প্রসেস ও চ্যালেঞ্জের বিষয়ে জানতে চেয়েছে। ভোটারদের অংশগ্রহণে চ্যালেঞ্জ আছে কি না কমনওয়েলথ জানতে চেয়েছে। তখন আমরা বলেছি ভোটাররা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারেন সেজন্য পর্যাপ্ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মাঠে আছেন। এতে আশ্বস্ত হয়েছেন কমনওয়েলথ সদস্যরা।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

ভোটের দিন নাশকতাকারীদের পরিকল্পনা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী জেনে গেছে : আইজিপি

৭ জানুয়ারির দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে নাশকতাকারীদের পরিকল্পনা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী জেনে গেছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক, আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। তিনি বলেছেন, 'নাশকতাকারীরা নির্বাচনের দিন বিকট শব্দে কোনো কিছুর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিল।' আজ শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে আয়োজিত জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্রিফিংয়ে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান। আইজিপি বলেন, 'নাশকতাকারীরা পরিকল্পনা করেছিল বিকট শব্দে আওয়াজ কিংবা

ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষের মাঝে একটা ভীতিকর পরিস্থিতি সঞ্চার করার। তাদের সেই পরিকল্পনার তথ্য আমরা পেয়েছি এবং সে অনুযায়ী আমরা প্রস্তুতিও নিয়েছি। আশা করি এ ধরনের ভীতির সঞ্চার তারা করতে পারবে না।' নাশকতার পরিকল্পনার বিষয়ে তিনি বলেন, 'পুলিশের সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে। কেউ নাশকতা করতে পারবে না। দুই-একটা জায়গায় চোরাগোপ্তা কিছু করতে পারে, এর বেশি কিছু নয়।' তিনি আরো বলেন, 'এর আগেও সারাদেশে নাশকতার চেষ্টা হয়েছিল, তবে নাশকতাকারীরা কোথাও সফল হতে পারেনি। আমরা সবাই মিলে আগামী ৭ জানুয়ারি একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন উপহার দিতে সক্ষম হবো।' ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে আইজিপি বলেন, 'প্রতিটি কেন্দ্রে আজ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

এবার সর্বজনীন ভোট বর্জনের ডাক বিএনপির

এক দফা দাবিতে একতরফা নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে দেশবাসিকে আগামী রবিবার, ৭ জানুয়ারি ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে সর্বজনীন ভোট বর্জনের ডাক দিয়েছে বিএনপি। আজ শুক্রবার সকালে দলটির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির এক সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানান স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান। তিনি বলেন, 'সর্বজনীন ভোট বর্জনের মাধ্যমে চলমান আন্দোলনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও অংশগ্রহণ একদলীয় শাসনের কবল থেকে বাংলাদেশের মানুষ শিগগিরই মুক্তি পাবে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।' মঈন খান বলেন, 'আমরা বলতে চাই, এই একদলীয় বাকশালী সরকারের সময় ফুরিয়ে এসেছে। তাই তাদের অন্যায় ও অবৈধ হুমকিকে পরোয়া করার কোনো কারণ নেই।' তিনি বলেন, 'আমরা আজকে গণতন্ত্রকামী মানুষের প্রতি এ আহ্বান জানাবো, আপনারা এ জনপ্রতিনিধিত্বহীন সরকারের কোনো হুমকি-ধামকি অথবা ভয়-ভীতিতে চিন্তিত হবেন না। সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করুন, যারা ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধ্য করতে চায় তাদের চিহ্নিত করুন। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাতে চাই, ভাতা কার্ড জব্দ করে কিংবা ভাতা বন্ধ করে দিয়ে বা জাতীয় পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধ্য করা অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা জড়িত হবেন বা হচ্ছেন ভবিষ্যতে তাদের আইনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।' ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে ভোট কারচুপি করতে সরকার ও সরকারির দলের বিভিন্ন নীল নকশার পরিকল্পনা, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীদের লাগামহীন জাল ভোট দেওয়া, ভোটার সংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো, মৃত ও প্রবাসী ব্যক্তির নামে ভুয়া ভোট দেওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলো তুলে ধরেন মঈন খান।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

নৌকা-স্বতন্ত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে শেষ প্রচারণা, ভোটের অপেক্ষা

ভোটের বাকি আর দুইদিন। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে শেষ হলো নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা। বিএনপির নির্বাচন বর্জনের মধ্যেও সহিংসতা, সংঘাত কম হয়নি। এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে মূলত আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে। নির্বাচনে থাকা জাতীয় পার্টি ও বাম দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতা হলেও আসনগুলোতে আছে স্বতন্ত্র প্রার্থী। ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের সঙ্গে স্বতন্ত্রের সংঘাত হচ্ছে বেশি। ইতোমধ্যে হতাহত হয়েছে অনেকে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর অবস্থানে থেকেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। হামলা, ভাঙচুরের অভিযোগ বেশি নৌকার প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এবারের নির্বাচনে অন্তত ২২০টি আসনে সাড়ে তিনশর বেশি স্বতন্ত্র প্রার্থী ভোটের মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। এমনও আসন আছে যেখানে নৌকার প্রার্থীর বিপরীতে চারজন আওয়ামী লীগ নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা শুরুর পর মাদারীপুর, ফরিদপুর, পিরোজপুর, নওগাঁ, বাগেরহাট, বরিশাল, মুন্সিগঞ্জ, যশোর ও ঝিনাইদহসহ দেশের বিভিন্ন আসনে নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর শুরু হওয়া সংঘাতে এ পর্যন্ত অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। প্রতীক বরাদ্দের পর গত ১৭ দিনে ২০০টির বেশি জায়গায় সহিংসতা হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচন ঘিরে ১৮ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২ দিনে হামলা, সংঘর্ষ, নাশকতা ও ভাঙচুরের ঘটনায় দেশের বিভিন্ন থানায় ১৮৪টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে ২১৫ জনকে।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

ভোটের মাঠে ৬৫৩ বিচারিক হাকিম

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন অপরাধের বিচার সম্পন্ন করতে আজ শুক্রবার থেকে মাঠে নেমেছেন ৬৫৩ বিচারিক হাকিম। নির্বাচন কমিশনের আইন শাখার কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তারা জানান, বিচারিক হাকিমরা ভোটের আগে ও পরে পাঁচদিন দায়িত্ব পালন করবেন। ইসির আইন শাখার যুগ্ম সচিব মো. মাহবুবার রহমান সরকার গণমাধ্যমকে বলেন, 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী অপরাধ আমলে নিয়ে ব্যালট পেপার ছিনতাই, ব্যালট পেপার ধ্বংস করা, ব্যালট বক্স ছিনতাই, ভোটদানে বাধা দেওয়া বা বাধ্য করা, ভোট কেন্দ্রের পরিবেশকে ভোটের উপযোগী না রাখা, এসব অপরাধের তাৎক্ষণিকভাবে বিচার করতে পারবেন তারা। তিন থেকে সাত বছরের দণ্ড দিতে পারবেন তারা।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

নির্বাচনে অনিয়ম ও সহিংসতার তথ্য জানানো যাবে ৯৯৯ নম্বরে

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে যে কোনো ধরনের অনিয়ম ও সহিংস কর্মকাণ্ডের অভিযোগ জানানো যাবে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে। নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সম্প্রতি জারি করা পরিপত্র থেকে বিষয়টি জানা গেছে। সরকারের পক্ষ থেকেও নির্বাচন সংক্রান্ত আইন-শৃঙ্খলা সেলে অভিযোগ জানাতে ৯৯৯ এ কল করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। মোবাইলে দেওয়া হচ্ছে এ সংক্রান্ত ম্যাসেজ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রে বলা হয়েছে, সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সার্বক্ষণিক সেবা দিতে জরুরি সেবা ৯৯৯ এ বিশেষ টিম গঠন করে আইন-শৃঙ্খলা সমন্বয় সেলের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। ঐ টিম ভোট সংক্রান্ত প্রাপ্ত অভিযোগ বা তথ্যের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরাসরি এলাকাভিত্তিক আইন-শৃঙ্খলা সমন্বয় সেলে প্রেরণ করবে। ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনায় মাঠ পর্যায়ে রিটার্নিং কর্মকর্তারা আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমন্বয় সেল গঠন করেছেন। এই সেল যেকোনো অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বরত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর টিমগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে। ভোটে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সশস্ত্র বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ৮ লাখের মতো সদস্য মাঠ পর্যায়ে মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে থাকবে। ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

প্রচারণায় রাষ্ট্রীয় প্রটোকল নেননি শেখ হাসিনা : ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো রাষ্ট্রীয় প্রটোকল গ্রহণ করেননি বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর ফ্ল্যাগ ব্যবহার না করে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করে নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করেছেন শেখ হাসিনা।' শুক্রবার তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, 'গত ২০ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সিলেটে হযরত শাহজালাল (র.) ও হযরত শাহ পরান (র.) এর মাজার জিয়ারতের পর আওয়ামী লীগের প্রথম বিভাগীয় জনসভায় সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। এরপর তিনি রংপুর, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ঢাকা, ফরিদপুর ও নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জনসভায় সরাসরি অংশ নিয়েছেন। পাশাপাশি, তিনি ২৩ জেলায় ভার্চুয়াল নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করেছেন।' সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে সেতুমন্ত্রী বলেন, '২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত অশুভ জোট ক্ষমতায় আসার পর সারা দেশে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের অত্যাচার-নির্যাতনের স্টিম রোলার চালায়। আওয়ামী লীগের ২১ হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা করে। ১৬ জন সাংবাদিককে হত্যা করে।' আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আরো বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নির্বাচন কমিশন গঠনে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। যার অধীনে সাংবিধানিক পদের অধিকারীদের সমন্বয়ে সার্চ কমিটির মাধ্যমে ইলেকশন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই কমিশন সর্বোচ্চ স্বাধীনভাবে কাজ করছে ।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

নির্বাচন ঘিরে প্রস্তুত বিজিবির র‍্যাট-ডগ স্কোয়াড-হেলিকপ্টার : বিজিবি মহাপরিচালক

আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বিজিবি প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন বাহিনীটির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান। তিনি জানান, 'সারাদেশে বিজিবির র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম, র‍্যাট ও ডগ স্কোয়াড কাজ করছে। এছাড়া, আমাদের কুইক রেসপন্স টিম প্রস্তুত আছে। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় এই টিমের সদস্যদের হেলিকপ্টারের মাধ্যমে দ্রুত সময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।' আজ শুক্রবার দুপুরে রাজধানীতে স্থাপিত বিভিন্ন নির্বাচনি বেইজ ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে এসব তথ্য জানান তিনি। মিরপুরে সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব তথ্য জানান। বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজধানীসহ সারাদেশে এক হাজার ১৫৫ প্লাটুন বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। আমাদের মোতায়েন করা জনবল সারাদেশে ৪৮৭টি বেইজ ক্যাম্প থেকে দায়িত্ব পালন করছে। বিজিবির ৭০০ পেট্রোল দিন-রাত টহল দিচ্ছে।' নাশকতা প্রতিরোধ তথা জনগণের জানমাল রক্ষায় বিজিবি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

প্রতিটি কেন্দ্রে মোট ১২ জন করে আনসার ও ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন : আমিনুল হক

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ভোটকেন্দ্র ও ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভোটদানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সারাদেশে পাঁচ লাখ ১৭ হাজার ১৪৩ জন সদস্য মোতায়েন করেছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। আজ শুক্রবার রাজধানীর খিলগাঁওয়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরে আয়োজিত নির্বাচনি সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ. কে. এম. আমিনুল হক। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সারাদেশে ৪২ হাজার ১৪৯টি ভোট কেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা রক্ষায় পাঁচ লাখ পাঁচ হাজার ৭৮৮ জন সাধারণ আনসার ও ভিডিপি

সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।' আনসারের মহাপরিচালক বলেন, 'ইতোমধ্যে ২৫০ প্লাটুন আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্য এক হাজার সেকশনে ভাগ হয়ে গত ২৯ ডিসেম্বর থেকে আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৩ দিনের জন্য স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে মোতায়েন রয়েছে। উপকূলের ১৩টি উপজেলা ছাড়া সব উপজেলায় আনসার ব্যাটালিয়নের একটি করে স্ট্রাইকিং টিম নির্বাচনী পরিবেশ অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ রাখতে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার পরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়াও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুই হাজার ৮৫৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।' মেজর জেনারেল এ. কে. এম. আমিনুল হক আরো বলেন, 'নির্বাচনী কেন্দ্রের নিরাপত্তায় প্রতিটি কেন্দ্রে মোট ১২জন করে আনসার ও ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। তাদের মধ্যে একজন প্লাটুন কমান্ডার ও একজন সহকারী প্লাটুন কমান্ডারের নেতৃত্বে ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী ভিডিপি সদস্য নিয়োজিত থাকবেন। প্লাটুন কমান্ডার ও সহকারী প্লাটুন কমান্ডাররা অস্ত্রসহ এবং ভিডিপি সদস্যরা লাঠি হাতে ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকবেন।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

ফায়ার সার্ভিসে ছুটি বাতিল, মনিটরিং সেল গঠন

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কেন্দ্রীয় মনিটরিং ও কো-অর্ডিনেশন সেল গঠন করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। পাশাপাশি সারাদেশের ফায়ার স্টেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ছুটি বাতিল করে সবাইকে স্ট্যান্ডবাই ডিউটিতে রাখা হয়েছে। আজ শুক্রবার ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা মো. আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানান। তিনি জানান, 'দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় মনিটরিং ও কো-অর্ডিনেশন সেল গঠন করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। নির্বাচনকালীন সহিংসতায় অগ্নিকাণ্ডসহ যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা মোকাবিলায় এ মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। ঢাকাসহ দেশের যেকোনো প্রান্তে দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয় করতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের পাশাপাশি বিশেষ সেল হিসেবে কেন্দ্রীয় মনিটরিং ও কো-অর্ডিনেশন সেল কাজ করবে।' আনোয়ারুল ইসলাম জানান, 'ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাইন উদ্দিনের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের সব ফায়ার স্টেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ছুটি বাতিল করে স্ট্যান্ডবাই ডিউটিতে রাখা হয়েছে। নির্বাচনকালীন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ফায়ার ফাইটারদের পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিসের প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ারদেরও প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্সসহ যাবতীয় অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা হয়েছে।'
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

তথ্য অধিদফতরের মিডিয়া সেন্টার পরিদর্শন করেছেন ভারতের পর্যবেক্ষকরা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে তথ্য অধিদফতরের নির্বাচনি মিডিয়া সেন্টার পরিদর্শন করেছেন ভারতের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল। আজ শুক্রবার ঢাকার প্যান প্যানসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে স্থাপিত সেন্টারটি পরিদর্শন করেছেন ভারতের নির্বাচন কমিশনের মহাপরিচালক, মিডিয়া বি নারায়ণন। পরিদর্শনকালে সেখানে কর্তব্যরত পিআইডির কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি। এর অগে বৃহস্পতিবার, ৪ জানুয়ারি এ নির্বাচনি মিডিয়া সেন্টারটি পরিদর্শন করেন কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট গভর্নেন্স অ্যান্ড পিস ডিরেক্টরেট বিভাগের নির্বাচনী সহযোগিতা বিভাগের প্রধান লিনফোর্ড অ্যান্ড্রুস। মূলত আগামী রবিবার অনুষ্ঠেয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের লজিস্টিক সহায়তা দিতে কেন্দ্রটি পরিচালনা করছে পিআইডি। সাংবাদিকদের সহায়তা দিতে আগামী সোমবার, ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত তিন শিফটে সার্বক্ষণিক কেন্দ্রেটিতে থাকবেন পিআইডি কর্মকর্তারা। ইন্টারনেট, ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, ল্যান্ডফোনের সেবাসহ ব্রিফিং করার অন্যান্য সুবিধা এ কেন্দ্রে পাওয়া যাবে। এর আগে কেন্দ্রেটি উদ্বোধনের পরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, 'দেশি-বিদেশি মিডিয়ার প্রতিনিধিরা যারা আসবেন, থাকবেন এবং তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করবেন। তাদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকবে এ সেন্টারে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও দৃশ্যমানতা তুলে ধরতে সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

সরকার জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে : জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট

জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের প্রধান সমন্বয়ক ও এনপিপি চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদ বলেছেন, 'জনবিচ্ছিন্ন অবৈধ সরকার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে বিরোধী দলসহ বিরোধী মতাদর্শের জনগণের উপর একযুগের বেশি সময় যাবৎ জুলুম ও নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। এবার একতরফা ডামি নির্বাচনের মধ্যদিয়ে সরকার প্রকাশ্যে জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে।' আজ শুক্রবার দুপুরে নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়ে লিফলেট বিতরণ শেষে বিজয়নগর আল রাজি কমপ্লেক্সের সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে শুরু হয়ে পল্টন মোড় হয়ে বিজয়নগর ঘুরে আল-রাজি কমপ্লেক্সের সামনে সমাবেশের মাধ্যমে এ কর্মসূচি শেষ করেন জোট নেতারা। ফরিদুজ্জামান ফরহাদ বলেন, 'সহিংস রাজনীতিতে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ নির্বাচনী মাঠে বিএনপিকে না পেয়ে এখন নিজেরা নিজেরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। নির্বাচনে দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী উন্মুক্ত করা হয়েছে নাটকের একটি অংশ হিসেবে। নির্বাচনে শুধুমাত্র ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে এ নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে। যাতে করে জনগণের ভোট চুরি

করে ভোটের হার বাড়ানো যায়। তাদের এই কূটকৌশল আজ শুধু দেশবাসির কাছে নয়, বিদেশিদের কাছেও পরিস্কার হয়ে গেছে।' এসময় এনপিপি মহাসচিব মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা, জাগপা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার লুৎফর রহমান, মহাসচিব এস এম শাহাদাত, বাংলাদেশ ন্যাপের চেয়ারম্যান এম এন শাওন সাদেকী, যুগ্ম মহাসচিব নুর নবী, এনপিপি প্রেসিডিয়াম মেম্বার নবী চৌধুরী সহ সমমনা জোটের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

BBC

N. KOREA FIRES ARTILLERY SHELLS TOWARDS BORDER ISLAND

North Korea has fired more than 200 rounds of artillery shells off its west coast, towards the South's Yeonpyeong Island, Seoul's military has said. South Korea ordered civilians to seek shelter on the island before holding live fire drills of its own. The South has conde-mned the move, calling it a provocative act. In 2010, North Korean artillery fired scores of times on Yeonpyeong Island, killing four people.
(BBC Web Page: 05/01/24, FARUK)

ISRAELI MINISTER OUTLINES PLANS FOR GAZA AFTER WAR

Israeli Defence Minister Yoav Gallant has outlined proposals for the future governance of Gaza once the war bet-ween Israel and Hamas is over. There would, he said, be limited Palestinian rule in the territory. Hamas would no longer control Gaza and Israel would retain overall security control, he added. Fighting in Gaza continued along-side the plan's publication, with dozens of people killed in the previous 24 hou-rs, the Hamas-run health ministry said. US Secretary of State Antony Blinken is due back in the region this week. He is expected to hold talks with Palestinian officials in the occupied West Bank and Israeli leaders.
(BBC Web Page: 05/01/24, FARUK)

NEARLY 250 MISSING AFTER JAPAN QUAKE AS HOPE FADES

Rescuers in Japan are rushing to find 242 people missing after a devastating New Year's Day earthquake. A critical 72-hour period to find survivors from when the quake struck ended late on Thursday. On Friday, the death toll from the 7.6 magnitude earthquake in the re-mote Noto peninsula rose to 92. Japa-n's Self-Defence Forces doubled the number of troops taking part in rescue and relief to 4,600, Kyodo news agency reported. Many people are thought to be trapped under their collapsed homes - mostly in the towns of Suzu and Wajima.
(BBC Web Page: 05/01/24, FARUK)

KIM'S DAUGHTER TIPPED TO BE HIS LIKELY SUCCESSOR

North Korean leader Kim Jong Un's you-ng daughter, who has accompanied him to missile tests and military para-des, is his most likely successor, the South's spy agency has said. It is the first time the National Intelligence Service has acknowledged Kim Ju Ae as Mr Kim's heir. However, the NIS said that it was still considering all possibili-ties in Pyongyang's succession plan. Miss Kim has kept a high profile since first appearing in public in late 2022.
(BBC Web Page: 05/01/24, FARUK)

INDIAN EX-NAVY MEN GET VARYING JAIL TERMS IN QATAR

Eight former Indian naval officers who were earlier sentenced to death in Qatar now face prison sentences of varying lengths, India has said. The men have 60 days to appeal the jail terms. Last month, a court in Qatar had commuted their death penalties. Neither Qatar nor India have revealed the specific charges against the men. But Financial Times and Reuters have reported, citing anonymous sources that the men were charged with spying for Israel. India, Qatar and Israel have not commented on this. The court orders in the matter have also not been made public.
(BBC Web Page: 05/01/24, FARUK)

INDIA SENDS NAVY AFTER SHIP HIJACKED OFF SOMALI COAST

India has deployed its navy to aid the crew of a ship that was hijacked off Somalia's coast. The vessel has 15 Indian crew members onboard, Indian media reports say.

The crew sent a distress call to a UK marine agency, saying that five to six unauthorized armed persons had boarded the ship east of the Somali port town of Eyl on Thursday evening. A patrol aircraft has established contact with the vessel, ascertaining the safety of the crew, the navy says. The guided missile destroyer INS Chennai is closing in on the vessel to render assistance while a naval aircraft is monitoring the ship, the navy added. (BBC Web Page: 05/01/24, FARUK)

FOUR PATIENTS KILLED IN HOSPITAL FIRE NEAR HAMBURG

Four people have died in a fire at a hospital near Hamburg, in northern Germany. The fire reportedly broke out at around 22:45 local time on Thursday on the third floor of the Helios Clinic in Uelzen. Around 20 people were said to be injured, and police said that the number of dead could rise given the seriousness of some injuries. Authorities are investigating the cause of the blaze. 140 firefighters and rescue workers, including some from neighbouring districts, fought to contain the fire. (BBC Web Page: 05/01/24, FARUK)

RUSSIA SAID TO BE USING N KOREAN MISSILES IN UKRAINE

Russia has used ballistic missiles and launchers supplied by North Korea in its war on Ukraine, the US has said. National Security Council spokesman John Kirby called it a significant and concerning escalation relating to Pyongyang's support for Russia. He said the US would raise the matter at the UN Security Council and impose additional sanctions on those working to facilitate arms transfers. Moscow has denied any such collaboration. Hours after the White House made the accusations, North Korean leader Kim Un called for missile launch vehicle production to be expanded in the country. (BBC Web Page: 05/01/24, FARUK)

NEPTUNE AND URANUS FINALLY SEEN IN TRUE COLOURS

Our ideas of the colours of the planets Neptune and Uranus have been wrong, research led by UK astronomers reveals. Images from a space mission in the 1980s showed Neptune to be a rich blue and Uranus green. But a study has discovered that the two ice giant planets are both similar shades of greenish blue. It has emerged that the earlier images of Neptune had been enhanced to show details of the planet's atmosphere, which altered its true colour. Astronomers have long known that most modern images of the two planets do not accurately reflect their true colours, according to Profit Patrick Irwin from the University of Oxford, who led the research. (BBC Web Page: 05/01/24, FARUK)

PAKISTAN'S SENATE APPROVES DELAYING ELECTIONS

Pakistan's Senate has passed a non-binding resolution demanding a delay in the national general elections, scheduled on February 8. The upper house of the country's parliament on Friday approved the resolution at a session attended by just 14 of the 97 senators, with one member voting against the resolution. The resolution, moved by independent legislator Delaware Khan, sought to push back the election date, citing the prevailing security conditions in the country as well as the cold weather. (BBC Web Page: 05/01/24, FARUK)

:: The End ::